

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ১৯, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ১৯ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৩৭৭-আইন/২০২৬।—বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা বেসামরিক বিমান চলাচল বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিন পর কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(ক) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (১) ‘আইন’ অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৮ নং আইন);
- (২) ‘আইসিএও’ অর্থ International Civil Aviation Organization;
- (৩) ‘এটিএস রুট (ATS route)’ অর্থ এয়ার ট্রাফিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এয়ার ট্রাফিকসমূহকে প্রয়োজন মার্কিন প্রবাহিত করিবার জন্য চিহ্নিত একটি আকাশপথ;
- (৪) ‘এপ্রোন (Apron)’ অর্থ যাত্রী, মেইল বা কার্গো লোডিং বা আনলোডিং, বিমানের পার্কিং বা রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি ভর্তিকরণের অভিপ্রায়ে নির্মিত স্থলভাগে অবস্থিত বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে অবস্থিত একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা;

(২৬৩২৫)

মূল্য : টাকা ৬৪.০০

- (৫) ‘এরোপ্লেন’ অর্থ শক্তিচালিত এবং বাতাসের তুলনায় ভারী এমন একটি আকাশযান, যাহা উড্ডয়নের সময় প্রধানত স্থির ডানার ওপর বায়ুর গতিশীল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তোলন বা লিফট (Lift) অর্জন করে;
- (৬) ‘এ্যারোনটিক্যাল তথ্য প্রকাশনা’ অর্থ চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক প্রকাশিত বিমান চলাচলের জন্য অপরিহার্য একটি টেকসই বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যবহুল প্রকাশনা;
- (৭) ‘এয়ার অপারেটর’ অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা নিজের মাধ্যমে বা লীজ গ্রহণ করিয়া বা অন্য কোনো ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন ও পরিচালনার সহিত সম্পৃক্ত;
- (৮) ‘এয়ারওর্ডিনেস’ অর্থ একটি বিমানের উড্ডয়নকালীন নিরাপত্তা ও যান্ত্রিক ত্রুটিহীনতার প্রমাণপত্র;
- (৯) ‘এয়ার নেভিগেশন অর্ডার’ বা ‘এএনও’ অর্থ আইনের অধীন এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জারীকৃত আদেশ;
- (১০) ‘এয়ার নেভিগেশন সুবিধা’ অর্থ বিমানের নেভিগেশন সংশ্লিষ্ট প্রদেয় বিমান চলাচল পরিষেবা যেমন- এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস, ইন্সট্রুমেন্ট ফ্লাইট প্রসিডিউর ডিজাইন সার্ভিস, এ্যারোনটিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিস, এ্যারোনটিক্যাল চার্ট, কমিউনিকেশন, নেভিগেশন এন্ড সার্ভেইলেন্স, এ্যারোনটিক্যাল মেটিওরোলজিক্যাল সার্ভিস এবং সার্চ এন্ড রেসকিউ সার্ভিস;
- (১১) ‘এয়ার নেভিগেশন পরিষেবা প্রদানকারী (এএনএসপি)’ অর্থ এয়ার নেভিগেশন পরিষেবা প্রদানকারী কোনো সত্তা;
- (১২) ‘এয়ারসাইড’ অর্থ একটি বিমানবন্দরের বিমান চলাচলের এলাকা, তৎসম্মিকটস্থ ভূখণ্ড (terrain), স্থাপনা, জলাধার এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত এইরূপ কোনো ভবন বা উহার অংশ;
- (১৩) ‘এয়ারস্পেস’ অর্থ নির্দিষ্ট ভূ-সীমানা অর্থাৎ স্থল এবং জলভাগ এর উপরে বায়ুমণ্ডলের অংশবিশেষ, যেখানে বিমান বা হেলিকপ্টার উড্ডয়ন করে;
- (১৪) ‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৩নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ;
- (১৫) ‘কনভেনশন’ অর্থ Convention on International Civil Aviation, 1944;
- (১৬) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;
- (১৭) ‘জেনারেল এভিয়েশন’ অর্থ বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন বা এরিয়াল কার্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সাধারণ বিমান পরিচালনা;
- (১৮) ‘নির্ধারিত’ অর্থ এএনও দ্বারা নির্ধারিত;

- (১৯) ‘নোটাম (NOTAM)’ অর্থ ফ্লাইট পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য অপরিহার্য তথ্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি, যাহা অন্য কোনো উপায়ে প্রচার করিবার জন্য যথেষ্ট পূর্বে জানা যায় না এবং যাহা জাতীয় আকাশসীমা ব্যবস্থার কোনো উপাদানের অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যক্ত করে;
- (২০) ‘পারমাণবিক বিভাজনযোগ্য পদার্থ’ অর্থ কোনো পদার্থ যাহা নিউট্রনের আঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হইয়া প্রচুর পারমাণবিক শক্তি উদগীরণে সমর্থ;
- (২১) ‘বেসামরিক বিমান চলাচল’ অর্থ সাধারণ বা বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন অথবা এরিয়াল কার্যের উদ্দেশ্যে কোনো বেসামরিক বিমান পরিচালনা;
- (২২) ‘বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন’ অর্থ বিমান কর্তৃক ভাড়া বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাত্রী, পণ্য বা ডাক পরিবহনসহ অন্যান্য কার্যক্রম;
- (২৩) ‘বিমান’ অর্থ কোনো যন্ত্র যাহা বাতাসের প্রতিঘাত, ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীতে নহে, দ্বারা বায়ুমণ্ডলে ভর করিয়া ভাসিতে পারে, বদ্ধ বা মুক্ত বেলুন, এয়ার শিপ, ঘুড়ি, ড্রোন, গ্লাইডার, এবং উড্ডয়নরত যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৪) ‘বিমানঘাটি’ অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিমান অবতরণ বা আগমন, উড্ডয়ন বা প্রস্থান এবং ভূমিতে চলাচলের জন্য ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট কোনো স্থল বা জলভাগ এবং কোনো ইমারত, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৫) ‘বিমান চলাচল পরিষেবা’ অর্থ বিমান চলাচলের সহিত সম্পৃক্ত গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং, এয়ার নেভিগেশন, যাত্রী ও কার্গো এবং বিমান চলাচল সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিসেবা;
- (২৬) ‘বিমান রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (Aircraft Maintenance Organization) বা অনুমোদিত রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (Approved Maintenance Organization)’ অর্থ চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত বিমান এবং বিমানের যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্টকৃত সংস্থা;
- (২৭) ‘ব্যক্তি’ অর্থ কোনো ফার্ম, অংশীদারি কারবার, কর্পোরেশন, কোম্পানি, সমিতি, সংঘ, জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি, সংস্থা ও ট্রাস্টি এবং উহাদের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৮) ‘ল্যান্ডসাইড’ অর্থ এয়ারসাইডের বাহিরে বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট এলাকা, যেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত নয়;
- (২৯) ‘সার্টিফাইং স্টাফ’ অর্থ কোনো ব্যক্তি, অপারেটর এবং পরিষেবা প্রদানকারীকে সনদ, লাইসেন্স বা পারমিট প্রদানের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৩০) ‘সীমিত এলাকা (Restricted Area)’ অর্থ চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো স্থলভাগ বা জলসীমার উপরস্থ আকাশসীমা (Airspace) যাহার মধ্যে বিমানের উড্ডয়ন সীমিত; এবং

(৩১) ‘হেলিকপ্টার’ অর্থ উল্লেখযোগ্য উল্লম্ব অক্ষে স্থাপিত এক বা একাধিক রোটোরের বিপরীতে বাতাসের প্রতিক্রিয়ায় উড়িতে সক্ষম বাতাসের চাইতে ভারী বিমান।

(খ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চেয়ারম্যানের দায়িত্ব, লাইসেন্স, ইত্যাদি (Responsibilities of Chairman, License, etc.)

৩। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব।—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং আইন ও এই বিধিমালা অনুসারে কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনা ও তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও নির্দিষ্টকৃত দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

(২) আইসিএও এর Global Aviation Safety Plan (GASP), Global Aviation Security Plan (GASp) এবং Global Air Navigation Plan (GANP) প্রতিপালন এর জন্য চেয়ারম্যান National Aviation Safety Plan (NASP), National Aviation Security Plan (NASp) এবং National Air Navigation Plan (NANP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ে চেয়ারম্যান বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বেসামরিক বিমান চলাচল মহাপরিকল্পনা (Civil Aviation Master Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulating) ও সেবামূলক (Service providing) কার্যাবলির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার এবং জনসাধারণের জন্য উন্নততর সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, চেয়ারম্যান লিখিত আদেশ দ্বারা, তদারকিমূলক বা নজরদারিমূলক বা নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়াদির ক্ষমতা বা কার্যাবলি কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত বিভাগ এর উপর অর্পণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরকারকে, সময় সময়, অবহিত করিবেন।

(৫) আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, চেয়ারম্যান—

(ক) ব্যক্তিবর্গের লাইসেন্সিং (Personnel Licensing), বিপজ্জনক পণ্য (Dangerous Goods) সহ অপারেশনস অব এয়ারক্রাফট (Operations of Aircraft), এয়ারওর্দিনেস অব এয়ারক্রাফট (Airworthiness of Aircraft), এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসেস (Air Navigation Services), অ্যারোডোম এবং গ্রাউন্ড এইডস (Aerodrome and Ground Aids) ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধানাবলি (Specific Operating Regulations) হিসাবে, আইনের ধারা ৪৫ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত শিকাগো কনভেনশনের নিম্নলিখিত পরিশিষ্টসমূহ অনুসারে, এএনও জারি করিতে পারিবেন, যথা:—

(১) পরিশিষ্ট-১ (Personnel Licensing);

- (২) পরিশিষ্ট-২ (Rules of the Air);
- (৩) পরিশিষ্ট-৩ (Meteorological Service for International Air Navigation);
- (৪) পরিশিষ্ট-৪ (Aeronautical Charts);
- (৫) পরিশিষ্ট-৫ (Units of Measurement to be used in Air and Ground Operations);
- (৬) পরিশিষ্ট-৬ (Operation of Aircraft);
- (৭) পরিশিষ্ট-৭ (Aircraft Nationality and Registration Marks);
- (৮) পরিশিষ্ট-৮ (Airworthiness of Aircraft);
- (৯) পরিশিষ্ট-৯ (Facilitation);
- (১০) পরিশিষ্ট-১০ (Aeronautical Telecommunications);
- (১১) পরিশিষ্ট-১১ (Air Traffic Services);
- (১২) পরিশিষ্ট-১২ (Search and Rescue);
- (১৩) পরিশিষ্ট-১৪ (Aerodromes);
- (১৪) পরিশিষ্ট-১৫ (Aeronautical Information Services);
- (১৫) পরিশিষ্ট-১৬ (Environmental Protection);
- (১৬) পরিশিষ্ট-১৭ (Aviation Security);
- (১৭) পরিশিষ্ট-১৮ (The Safe Transport of Dangerous Goods by Air);
- (১৮) পরিশিষ্ট-১৯ (Safety Management); এবং
- (১৯) আইসিএও কর্তৃক, সময় সময়, প্রবর্তিত অন্য কোনো পরিশিষ্ট।

(খ) আইসিএও এর Standard and Recommended Practices (SARPs), Procedures for Air Navigation Services (PANS), Supplementary Procedures (SUPPS) এবং এএনও এর বিধানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য শনাক্ত ও চিহ্নিত করিয়া উহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত এয়ারোনটিক্যাল তথ্য প্রকাশনায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪। **অব্যাহতি, ইত্যাদি।**—(১) সরকার, আইনের ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (১) প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনবোধে, কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সুপারিশ প্রেরণের পূর্বে কর্তৃপক্ষ অব্যাহতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুরক্ষার সমতুল্য স্তর (Equivalent Level of Safety) ও সুরক্ষা ঝুঁকি পরীক্ষা (Safety Risk Analysis) করিয়া উহা সুপারিশের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

৫। **লাইসেন্স ইত্যাদি স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিল।**—(১) আইনের ধারা ১১ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, চেয়ারম্যান নিম্নবর্ণিত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট, নিবন্ধন সার্টিফিকেট বা পারমিট স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবেন অথবা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সি, সার্টিফিকেটধারী বা পারমিটধারীর উপর এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:—

- (ক) ব্যক্তিবর্গের লাইসেন্স (Personnel Licence);
- (খ) এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (AOC);
- (গ) নিবন্ধন সার্টিফিকেট;
- (ঘ) এয়ারওর্ডিনেস সার্টিফিকেট;
- (ঙ) বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটি সার্টিফিকেট;
- (চ) পারমিট; এবং
- (ছ) অন্যান্য অনুমোদন।

(২) বিমান রেডিও স্টেশন লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১১, এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৬। **পরিদর্শন ও পরিদর্শকের প্রবেশাধিকার, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ১৭ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিদর্শকের নিম্নবর্ণিত স্থানে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথা:—

- (ক) বিমান;
- (খ) বিমানঘাঁটি ও বিমানবন্দর এবং হেলিপোর্ট;
- (গ) এয়ার নেভিগেশন পরিষেবা;
- (ঘ) হ্যাংগার্স;
- (ঙ) অনুমোদিত রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা;
- (চ) ওয়ার্কশপ;
- (ছ) র‍্যাম্প;
- (জ) জ্বালানি স্টোরেজ সুবিধা;
- (ঝ) এয়ার অপারেটরের অফিস;
- (ঞ) কার্গো হ্যান্ডলিং এলাকা; এবং
- (ট) বিমান চলাচল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সংস্থা।

(২) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিদর্শক নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ে পরিদর্শন এবং দলিল ও রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) ম্যানুয়াল;

(খ) লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, অনুমোদন, কর্তৃত্ব (Authorization), পারমিট;

(গ) প্রসিডিউর;

(ঘ) টেকনিক্যাল ফাইল;

(ঙ) পার্সোনেল ফাইল; এবং

(চ) পার্সোনেল লাইসেন্স।

(৩) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিদর্শক, প্রয়োজনবোধে, পর্যায়ক্রমে বা যেকোনো সময় পরিদর্শন, অডিট, টেস্টিং, ইত্যাদিসহ নজরদারি সংক্রান্ত যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিদর্শক কোনো লাইসেন্স, সার্টিফিকেটধারী বা পারমিটধারীকে লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, পারমিট বা এভিয়েশন সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদির সুযোগ-সুবিধা প্রয়োগে, তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে বা, ক্ষেত্রমত, এএনও দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায়, নির্ধারিত সময়ের জন্য, নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পরিদর্শন, অডিট বা টেস্টিংকালে চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিদর্শক, প্রয়োজনবোধে, লাইসেন্স, সার্টিফিকেটধারী বা পারমিটধারীর নিকট রক্ষিত লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, পারমিট বা এভিয়েশন সংক্রান্ত দলিলাদি জব্দ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীন পরিদর্শন, দলিল ও রেকর্ডপত্র পরীক্ষা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনকালে কোনো ব্যক্তি বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৭। **নিষিদ্ধ এলাকা।**—(১) কোনো ব্যক্তি এয়ারোনটিক্যাল তথ্য প্রকাশনায় চেয়ারম্যান কর্তৃক নিষিদ্ধ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত এলাকায় কোনো ব্যক্তি বিমান চালনা করিবেন না বা চালনায় সহায়তা করিবেন না।

(২) কোনো বিমান উড্ডয়নরত অবস্থায় থাকাকালে, যদি উহার পাইলট লক্ষ্য করেন যে, তিনি উপ-বিধি (১) লঙ্ঘনক্রমে কোনো নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিট বা ইউনিটসমূহকে অবহিত (Report) করিবেন এবং উক্ত ইউনিটের নির্দেশ, যদি থাকে, অনুসারে বিমানটিকে, যথাসম্ভব, নিকটস্থ কোনো উপযুক্ত বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে অবতরণ করাইবেন।

(৩) যে সকল এয়ারস্পেসে বিমান চালনা নিয়ন্ত্রিত বা বিপজ্জনক সেই সকল এয়ারস্পেসের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা এবং বিমান চালনার সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক চেয়ারম্যান, সময় সময়, এয়ারোনটিক্যাল তথ্য প্রকাশনা প্রকাশ করিবেন।

৮। **বৈধ ভ্রমণ দলিলবিহীন যাত্রী পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা।**—(১) বিমানের কোনো আরোহী ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈধ দলিল বহন না করিলে, বিমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত বিমানকে লইয়া বাংলাদেশের বহিঃস্থ কোনো স্থান হইতে বাংলাদেশে প্রবেশ করিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো বিমান বাংলাদেশে আনীত হইলে, বাংলাদেশ সরকারের নিকট হইতে এতৎবিষয়ে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, উক্ত বিমানের মালিক, অপারেটর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বৈধ ভ্রমণ দলিলবিহীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে উক্ত বিমানে আরোহী হিসাবে ফেরত লইতে অথবা অন্য কোনো ভাবে বাংলাদেশ হইতে ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মালিক, অপারেটর অথবা, ক্ষেত্রমত, বিমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ মানিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯। **সরঞ্জাম (Equipment), ইত্যাদি।**—(১) কোনো ব্যক্তি, সরঞ্জাম চালানোর লাইসেন্স ব্যতিরেকে, বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমানের বেতার সরঞ্জামাদি (Radio Equipment) চালনা করিবেন না।

(২) কোনো বিমান যেক্ষেত্রে দৃশ্যমান ফ্লাইট-সংক্রান্ত বিধানাবলি (Visual Flight Rules) অনুসারে, ভূমিতে অবস্থিত দৃশ্যমান স্থান বা চিহ্ন অনুসরণ করিয়া বিমান চালনা করা যায়, সেক্ষেত্রে এমন কোনো আকাশপথে (Air Route) দৃশ্যমান ফ্লাইট সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক বিমান চালনার নিমিত্ত উক্ত বিমানে নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করিবার উপযোগী বেতার সরঞ্জাম বহন করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফ্রিকোয়েন্সি ও নির্গমনের ধরন অনুযায়ী উক্ত বিমান ও সংশ্লিষ্ট এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা; এবং
- (খ) নির্দিষ্টকৃত ফ্রিকোয়েন্সিতে অনুমোদিত নিঃসরণের মাধ্যমে, উক্ত বিমান ও অনুসৃত আকাশপথে অন্যান্য একটি এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে আবহাওয়া, এয়ার ট্রাফিক ও অন্যান্য বিষয়ের তথ্যাদি বিনিময় করা।

১০। **ভবন বা কাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যমান কোনো ভবন বা কাঠামোর সম্প্রসারণ।**—বিমানবন্দরের বাঁধা সীমাবদ্ধকারী তল (Obstruction Limitation Surface) এলাকায় বিমান পরিচালনার কার্যক্রম ব্যাহত করিতে পারে বা উক্ত কার্যক্রমে সুরক্ষার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হইতে পারে এইরূপ এলাকায়, চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোনো ভবন বা কাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যমান কোনো ভবন বা কাঠামো সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

১১। **কর্তৃপক্ষের পরিদর্শকগণের জেনারেল ফ্যামিলিয়ারাইজেশন (GenFam) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) অপারেটর কর্তৃক নির্বিঘ্নে সজ্জিতপূর্ণ ফ্লাইট পরিচালনা চলমান রাখিতে অপারেটর নিজস্ব সংস্থান বা খরচে, কর্তৃপক্ষের পরিদর্শকগণের জেনারেল ফ্যামিলিয়ারাইজেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণ অপারেটরের বহরে বিদ্যমান সকল ধরনের বিমান এবং সংযোজিতব্য নতুন ধরনের বিমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১২। **মিথ্যা বিবৃতি**—কোনো ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিতভাবে নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো মিথ্যা বিবৃতি বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করিবেন না, যথা:—

(ক) এই বিধিমালা এবং এএনও এর অধীন কোনো লাইসেন্স, রেটিং, সার্টিফিকেট, পারমিট, কর্তৃত্ব (Authorization), ইত্যাদির মঞ্জুর, জারি, নবায়ন, পৃষ্ঠাঙ্কন, বৈধতা অথবা যেকোনো অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত কোনো আবেদনপত্র; এবং

(খ) এই বিধিমালা এবং এএনও অনুসারে দাখিলকৃত রিটার্ন রিপোর্ট, নোটিশ, ফর্ম অথবা অন্য কোনো দলিল।

১৩। **আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ইত্যাদি**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশের কোনো বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) কোনো জরুরি পরিস্থিতি বা আবহাওয়াজনিত বিপর্যয় বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণ ব্যতীত কোনো বিমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার বাহির হইতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরে প্রবেশের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোনো বিমানবন্দরে উক্ত বিমানকে অবতরণ করিতে দিবেন না বা করাইবেন না।

(৩) কোনো বিমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যতীত, অন্য কোনো বিমানবন্দর হইতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার বাহিরে যাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত বিমানকে উড্ডয়ন করিতে দিবেন না বা করাইবেন না।

(৪) বাংলাদেশে আগমনকারী বা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানকারী কোনো ব্যক্তি কোনো বিমানে আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত আইনের অধীন নিষিদ্ধ কোনো মালামাল বহন করিবেন না বা করাইবেন না।

(৫) বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে প্রস্থানকারী বিমানের কোনো অংশে বা উহাতে পরিবহনকৃত কোনো কার্গোতে প্রস্থানকৃত বিমানঘাঁটির কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক যুক্ত কোনো সিলমোহর, বাংলাদেশের কাস্টমস কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি, উহা ভাঙিবেন না বা উহার কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করিবেন না।

(৬) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো স্থান বা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে আগত কোনো বিমান বাংলাদেশের অনুরূপ কোনো বিমানবন্দরে অবতরণের পর অনতিবিলম্বে উহার অপারেটর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কাস্টমসের পরীক্ষাস্থলে বিমানটিকে উপস্থাপন করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কারণে বিমান উপস্থাপন না করিতে পারিলে, এই বিধিমালার বিধানাবলি অনুসরণক্রমে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি কাস্টমস কমিশনার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিমানে পরিবহনকৃত সকল কার্গো পরীক্ষাস্থলে রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

(৮) বাংলাদেশের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোনো বিমান অবতরণ করিবার পর, প্রয়োজনবোধে, উক্ত এয়ার অপারেটর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি—

- (ক) উক্ত বিমানে বহনকৃত সকল যাত্রী এবং তাহাদের মালামাল উক্ত বিমানবন্দরে পরীক্ষা করানোর উদ্দেশ্যে বিমান হইতে নামাইবেন এবং প্রয়োজনবোধে, উক্ত বিমানে বহনকৃত সকল কার্গো পরীক্ষার জন্য নামাইবেন; এবং
- (খ) বাংলাদেশের কাস্টমস কমিশনারের নিকট অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার নিকট, ভ্রমণ লগবহি (Journey Log Book) এবং যাত্রা শুরু হওয়া বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট স্বাক্ষরিত কার্গো ও মালামাল সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করিবেন।

(৯) কোনো এয়ার অপারেটর কর্তৃক বাংলাদেশের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে যাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্থানের পূর্বে, উক্ত বিমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার ভ্রমণ লগবহি এবং বিমানটিতে পরিবহনকৃত কার্গো ও অন্যান্য দ্রব্যের বিবরণ কাস্টমস কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত ফর্মের ২ (দুই) টি অনুলিপিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার সহিত সুনির্দিষ্ট ঘোষণাপত্রও দাখিল করিবেন।

(১০) বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এইরূপ কোনো বিমান নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আনীত হইলে উক্ত এয়ার অপারেটর কর্তৃক উহার উপর কোনোরূপ আমদানি শুল্ক আরোপ করা যাইবে না, যথা:—

- (ক) যদি বাংলাদেশে নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কেবল বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের উপর দিয়া ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়; এবং
- (খ) যদি বাংলাদেশে প্রবেশের তারিখ হইতে কাস্টমস সংক্রান্ত আইনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ হইতে অপসারণের অভিপ্রায়ে আনীত হয়।

(১১) উপ-বিধি (১০) এ উল্লিখিত কোনো বিমান বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর অনতিবিলম্বে উক্ত বিমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লিখিতভাবে একটি ঘোষণা সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(১২) উপ-বিধি (১১) এ উল্লিখিত কোনো বিমানের ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্র দাখিল করা সত্ত্বেও, বিমানটি কাস্টমস সংক্রান্ত আইনে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অপসারণ করা না হইলে, উহার বিষয়ে প্রযোজ্য শুল্ক বিমানটি পুনরায় উড্ডয়নের পূর্বেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে।

(১৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমায় আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে বিমানের প্রবেশ, প্রস্থান, অতিক্রম ও অবতরণ চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালিত হইবে।

১৪। **বাধ্যতামূলক অবতরণ (Forced Landing)**।—বাংলাদেশের বাহিরের কোনো স্থান হইতে আগত কোনো বিমান বাংলাদেশের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে অবতরণে বাধ্য হইলে, অথবা বাংলাদেশের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে বিদেশি কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্থানকারী বিমানটি বাংলাদেশের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে অবতরণে বাধ্য হইলে, উক্ত বিমানের পাইলট ইন কমান্ড অনতিবিলম্বে নিকটস্থ কাস্টমস কমিশনার বা পুলিশ কর্মকর্তা অথবা উভয়কে এবং নিকটতম এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিটকে উক্ত অবতরণের বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং, প্রয়োজনবোধে, কাস্টমস, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের পর যথাযথ অনাপত্তি লইয়া উক্ত স্থান ত্যাগ করিবেন।

১৫। **কাস্টমস বিষয়ক পরীক্ষা**।—(১) কোনো বিমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাইলট ইন কমান্ড বা ব্যক্তি, কাস্টমস কমিশনার কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যেকোনো সময় উক্ত বিমানে প্রবেশ এবং উহাতে রক্ষিত যেকোনো কার্গো পরীক্ষার সুযোগ দিবেন।

(২) বিমানটি যে বিমানবন্দরে অবতরণ করে বা যে বিমানবন্দর হইতে প্রস্থান করে উক্ত স্থানে কার্গোর দায়িত্বপ্রাপ্ত পাইলট ইন কমান্ড বা ব্যক্তি কার্গো সংক্রান্ত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনপূর্বক তাকে উক্ত কার্গো পরীক্ষার সুযোগ দিবেন।

১৬। **এয়ার রুট বা এয়ারওয়ে নির্ধারণ**।—চেয়ারম্যান, এয়ার রুট বা এয়ারওয়ে নির্ধারণ করিবেন এবং উহা ব্যবহারের শর্তাবলি এয়ারোনটিক্যাল তথ্য প্রকাশনা এবং নোটাম এর মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন।

১৭। **লাইসেন্স, সার্টিফিকেট বা পারমিটের বৈধতার স্বীকৃতি ও অনুমোদন, ইত্যাদি**।—(১) অপারেটরের আবেদন সাপেক্ষে, শিকাগো কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক পাইলট বা প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ফ্লাইট সিমুলেশন ট্রেনিং ডিভাইস ও উক্ত সংস্থা বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষক এবং পরীক্ষকের অনুকূলে প্রদেয় লাইসেন্স বা সার্টিফিকেটের বৈধতার স্বীকৃতি ও অনুমোদনের বিধানাবলি নিম্নরূপ, যথা:—

- (ক) কোনো বিদেশি লাইসেন্স বা সার্টিফিকেটধারী পাইলট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ফ্লাইট সিমুলেশন ট্রেনিং ডিভাইস এনএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে;
- (খ) লাইসেন্স বা সার্টিফিকেটের বিষয়ে চেয়ারম্যানের বৈধতার স্বীকৃতি বা অনুমোদন ব্যতীত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না;
- (গ) দফা (ক) ও (খ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Federal Aviation Administration (FAA) বা European Union Aviation Safety Agency (EASA) কর্তৃক পাইলট বা প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ফ্লাইট সিমুলেশন ট্রেনিং ডিভাইস ও উক্ত সংস্থাসমূহ বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষক এবং পরীক্ষকের অনুকূলে প্রদানকৃত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট চেয়ারম্যান কর্তৃক ২ (দুই) বছর মেয়াদি Certificate of Acceptance প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে চেয়ারম্যান তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা উক্ত বিদেশি প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন।

(২) শিকাগো কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রকৌশলী লাইসেন্স, সার্টিফিকেট বা পারমিটের বৈধতার স্বীকৃতি ও অনুমোদন বিষয়ক বিধান হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

- (ক) কোনো বিদেশি লাইসেন্স, সার্টিফিকেট বা পারমিটধারী, এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মাধ্যমে, উক্ত লাইসেন্স, সার্টিফিকেট বা পারমিটের বিষয়ে চেয়ারম্যানের বৈধতার স্বীকৃতি বা অনুমোদন ব্যতীত উক্ত বিদেশি লাইসেন্স, সার্টিফিকেট বা পারমিটধারী কর্তৃক প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় লাইসেন্স অথবা রেটিং এর জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে না;
- (খ) দফা (ক) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বাংলাদেশি নাগরিকের অনুকূলে EASA কর্তৃক ইস্যুকৃত AME (Aircraft Maintenance Engineer) লাইসেন্সকে বাংলাদেশি AME লাইসেন্স হিসেবে রূপান্তর করা যাইবে এবং উক্ত রূপান্তরিত বাংলাদেশি AME লাইসেন্সের বিশেষাধিকার EASA কর্তৃক ইস্যুকৃত AME লাইসেন্সের অধিক হইবে না, তবে পরবর্তীতে চেয়ারম্যান কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে উক্ত রূপান্তরিত লাইসেন্সে নতুন বিশেষাধিকার সংযোজন করা যাইবে।

১৮। **বাংলাদেশি লাইসেন্স, সার্টিফিকেট বা পারমিটধারীদের পরিদর্শন, ইত্যাদি।**—কোনো বাংলাদেশি লাইসেন্স, সার্টিফিকেট বা পারমিটধারীর আবেদনের ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে কোনো নিরীক্ষা বা পরিদর্শন করা হইলে, উক্ত নিরীক্ষা বা পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী বা প্রতিষ্ঠান বহন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের তহবিলে নিরীক্ষা বা পরিদর্শন সংক্রান্ত ব্যয়ের অর্থ জমা প্রদান করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তত্ত্বাবধানমূলক নজরদারির ব্যয় কর্তৃপক্ষ বহন করিবে।

১৯। **শিকাগো কনভেনশনের Article 83 bis এর বাস্তবায়ন।**—(১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চেয়ারম্যান, নিবন্ধিত বিমানের বিষয়ে, কনভেনশন এর Article 83 bis এবং অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিমান চলাচল সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কনভেনশনের Article 12 এ বর্ণিত উড্ডয়নের নিয়মাবলি (Rules of the air), Article 30 এ বর্ণিত বিমানের বেতার সরঞ্জাম (Aircraft radio equipment), Article 31 এ বর্ণিত এয়ারওয়ার্থিনেস সার্টিফিকেট (Certificates of airworthiness), Article 32 এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের লাইসেন্সিং (Licences of Personnel) এ বর্ণিত সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ সম্পর্কিত আংশিক কার্যাবলি ও দায়-দায়িত্ব উক্ত রাষ্ট্রের সহিত বিনিময় করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো চুক্তি হইলে, উক্ত চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিমানের ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কনভেনশনের যে অনুচ্ছেদভিত্তিক কার্যাবলি ও দায়িত্ব অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয় সেই বিষয়ে, চেয়ারম্যানের কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব লোপ পাইবে এবং বিদেশে নিবন্ধিত বিমানের ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কনভেনশনের যে অনুচ্ছেদভিত্তিক কার্যাবলি ও দায়িত্ব বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয় সেই বিষয়ে, চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত চুক্তিতে বর্ণিত কার্য বা দায়িত্ব হস্তান্তরের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তাহার বিবেচনামতে প্রয়োজনীয় ও সতর্কতামূলক যেকোনো শর্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো রাষ্ট্র বিমান পরিচালনা বিষয়ে সুরক্ষা বিষয়ক তদারকি বা নজরদারি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলি অনুসরণ করে না মর্মে চেয়ারম্যান অবহিত হন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত রাষ্ট্রের নিকট উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো কার্য বা দায়িত্ব বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমানের বিষয়ে স্থানান্তর করিবেন না।

ব্যাখ্যা: ‘নিবন্ধিত বিমান’ অর্থ—

- (ক) যেই বিমান বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যাহা লিজ বা চার্টার চুক্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো বিমানের সহিত পারস্পরিক বদল বা অনুরূপ অন্য কোনো ব্যবস্থায় এমেন কোনো অপারেটর দ্বারা পরিচালিত যাহার প্রধান ব্যবসাস্থল বা উক্তরূপ ব্যবসাস্থল না থাকিলে, স্থায়ী আবাসস্থল অন্য কোনো দেশে অবস্থিত; এবং
- (খ) যেই বিমান বিদেশে নিবন্ধিত এবং যাহা লিজ বা চার্টার চুক্তির মাধ্যমে বা বিমানের বদল বা অনুরূপ অন্য কোনো ব্যবস্থায় এমেন কোনো অপারেটর দ্বারা পরিচালিত যাহার প্রধান ব্যবসাস্থল বা অনুরূপ ব্যবসাস্থল না থাকিলে, স্থায়ী আবাসস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত।

২০। Convention on International Interests in Mobile Equipment এর শর্ত বাস্তবায়ন।—Convention on International Interests in Mobile Equipment এবং তদধীন প্রণীত প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী [Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA)] অনুমোদন, স্বাক্ষর এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনার দায়িত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রম চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

২১। ফ্লাইটের ক্রু-সদস্য, বিমান বা বিমান পরিচালনা সুবিধাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ।—(১) কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগে বা তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি বিমানে অবস্থানকালে নিম্নবর্ণিত কার্য বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যথা:—

- (ক) কোনো ক্রু-সদস্যের কার্যে হস্তক্ষেপ;
- (খ) বিশৃঙ্খল বা আক্রমণাত্মক আচরণ; এবং
- (গ) বিমান বা বিমানে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে পারে এইরূপ কোনো আচরণ।

(৩) কোনো ব্যক্তি বিমানে, উহার কোনো বেতার যন্ত্র, নেভিগেশনাল এইড, যন্ত্রাংশ, কোনো সরঞ্জাম বা সরঞ্জামের অংশে কোনোরূপ পরিবর্তন করিবেন না, যাহার ফলে বিমানের সুরক্ষা বিপন্ন হইতে পারে।

২২। **টারিফ বিষয়ে অবহিতকরণ।**—(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশ হইতে বা বাংলাদেশের বাহিরে পরিচালনাকারী সকল বাংলাদেশি ও বিদেশি এয়ার অপারেটর, বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের স্থানের মধ্যে সেবা প্রদানের জন্য, বিমানে বহনকৃত যাত্রী, কার্গো বা উভয়ই পরিবহনের ক্ষেত্রে, সেবাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় হার ও কমিশনের শর্তাবলিসহ টারিফ, যথা:- ভাড়া, হার ও চার্জ সম্পর্কে চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) কোনো অপারেটর অন্য কোনো বিমান পরিবহন সেবা প্রদানকারীর সহিত যৌথ টারিফে অংশগ্রহণ করিলে উহার প্রযোজ্যতার বিষয়ে একটি পৃথক ঘোষণার মাধ্যমে চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন টারিফ কার্যকর করিবার অনূন্য ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তৎসম্পর্কে চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান, লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক, এই বিধির অধীন অবহিত যেকোনো টারিফ সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে প্রত্যাখ্যাত যেকোনো টারিফ অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২৩। **ডাক পরিবহন।**—(১) ডাক বিভাগের মহাপরিচালক কর্তৃক, সময় সময়, নির্দিষ্টকৃত চাহিদা মোতাবেক সকল এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেটধারী ডাক পরিবহনের জন্য সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পরিবহন সেবার মূল্য ডাক বিভাগের মহাপরিচালক কর্তৃক, সময় সময়, নির্দিষ্টকৃত হইবে।

(২) বিমানযোগে ডাক পরিবহন সেবা কার্যক্রমের বিষয়ে সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি থাকিলে তদনুসারে ডাক পরিবহন করিতে হইবে এবং এতদবিষয়ে কোনো মতবিরোধ বা বিরোধ দেখা দিলে তৎসম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। **নন-শিডিউল ফ্লাইট।**—চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া কোনো বাংলাদেশি বা বিদেশি এয়ার অপারেটর বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ হইতে বাংলাদেশের বাহিরে বিমানযোগে কোনো যাত্রী, কার্গো বা ডাক পরিবহন বা উহা খালাস করিবার উদ্দেশ্যে চার্টারভুক্ত ফ্লাইটসহ কোনো নন-শিডিউল ফ্লাইট পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

২৫। **ক্যাবোটেজ (Cabotage)।**—কনভেনশন এর Article 7 অনুযায়ী কোনো বিদেশি এয়ার অপারেটর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীবাহী বা কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করিতে পারিবে না।

২৬। **ট্রানজিট ও নন-ট্রাফিক যাত্রা বিরতি।**—চেয়ারম্যানের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া, ট্রানজিটের ক্ষেত্রে কোনো এয়ার অপারেটর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমায় কোনো ননশিডিউল ফ্লাইট পরিচালনা বা নন-ট্রাফিক যাত্রা বিরতি করিবেন না।

২৭। **জেনারেল এভিয়েশন, বিজনেস ফ্লাইট, ইত্যাদি।**—চেয়ারম্যানের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে বিজনেস ফ্লাইটসহ জেনারেল এভিয়েশন ফ্লাইট বা এরিয়াল ফ্লাইট পরিচালনা করিবেন না।

২৮। **বিদেশি রাষ্ট্রীয় বিমান (Foreign State Aircraft)**।—(১) কোনো বিদেশি রাষ্ট্রীয় বিমান, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমায় উড্ডয়ন বা অবতরণ করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো বিমান অনুমোদনসহ উড্ডয়ন বা অবতরণ করিলে, উক্ত অনুমোদনে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক, এই বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(২) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে অন্য কোনো রাষ্ট্র উহার রাষ্ট্রীয় বিমানের উড্ডয়ন বা অবতরণ করিতে চাহিলে অনুমতির জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) বিমানের ধরন, মডেল এবং কল সাইন (call sign);
- (খ) নিবন্ধন নম্বর;
- (গ) বিমানটি উক্ত রাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন বা মালিকানাধীন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম;
- (ঘ) বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ড এর নাম ও জাতীয়তা;
- (ঙ) ক্রু-সদস্যগণের নাম ও জাতীয়তা;
- (চ) ক্রু-সদস্য ব্যতীত বিমানে আরোহণকারীদের নাম ও জাতীয়তা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তালিকা;
- (ছ) সময় এবং ভ্রমণসূচি;
- (জ) প্রবেশস্থল ও প্রস্থানস্থলের উল্লেখসহ প্রস্তাবিত বিমানপথ;
- (ঝ) কার্গো, যদি থাকে, উহার বর্ণনা;
- (ঞ) বিমানটির চলাচলের উচ্চতার স্তর; এবং
- (ট) জ্বালানির ধরন ও পরিমাণ, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন প্রদান করিবেন বা বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অনুমোদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র উক্ত বিমানে নিম্নবর্ণিত কোনো যুদ্ধ সংক্রান্ত সামগ্রী (war-like material) বহন করিবে না মর্মে একটি সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিবে, যথা:—

- (ক) পাইরো টেকনিকস সিগনাল (pyro techniques signal) এর জন্য ব্যবহৃত পিস্তল ও কার্তুজ এবং বিমান হইতে জরুরি নির্গমনের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক ব্যতীত কোনো অস্ত্র যাহা রূপান্তরিত, কাস্টমাইজকৃত, খন্ডিত অংশ যা সহজে জোড়া দেয়া যায়, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক;

(খ) পারমাণবিক বিভাজনযোগ্য পদার্থ, রাসায়নিক অস্ত্র, ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, স্থাপিত থাকুক বা না থাকুক; এবং

(গ) বিমানটির সাধারণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ব্যতীত কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

(৬) উপ-বিধি (৩) এর দফা (চ) এবং (ট) এ উল্লিখিত তথ্যাদি ব্যতীত অন্যান্য সকল তথ্য, কোনো বিদেশি রাষ্ট্রীয় বিমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার উপর দিয়া উড্ডয়নের মাধ্যমে অতিক্রম করিবার ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **ব্যবহারজনিত চার্জ।**—(১) বাংলাদেশের কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি হেলিপোর্ট বা আকাশসীমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অবতরণ, পার্কিং, হাউজিং, নিরাপত্তা, রুট নেভিগেশন সুবিধা, ইত্যাদি ব্যবহারজনিত চার্জ বাংলাদেশে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রে নিবন্ধিত বিমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) চেয়ারম্যান, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত চার্জের পরিমাণ চেয়ারম্যান, সময় সময়, তফসিল আকারে প্রকাশ করিবেন।

৩০। **পরিদর্শনকালে বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব।**—(১) কর্তৃপক্ষের তদারকির আওতায় কোনো বিমানের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব উহার অপারেটরের উপর ন্যস্ত হইবে, তবে উক্ত দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের তদারকির আওতায় থাকিতে হইবে।

(২) কোনো বিমান কর্তৃপক্ষের কোনো পরিদর্শক বা অন্য কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে থাকিবার সময় আইন, বিধিমালা এবং এএনও অনুযায়ী চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের কোনো পরিদর্শক, অন্য কোনো কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিমানের উড্ডয়ন পরীক্ষা বা অন্য কোনো পরীক্ষা বা কোনো পরিদর্শনের সময় উহার কোনো ক্ষতি হইলে, উক্ত ক্ষতির জন্য চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের উক্ত পরিদর্শক, কোনো কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দায়ী হইবেন না।

৩১। **বিমানে কয়েদি পরিবহন।**—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমোদন ও শর্ত, যদি থাকে, এবং এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো বিমানে কয়েদি পরিবহন করা যাইবে।

৩২। **বিমানে পশু, পাখি ও সরীসৃপ পরিবহন।**—চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে জারীকৃত সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি এবং তদধীন প্রদত্ত শর্তাবলি প্রতিপালন ব্যতীত, কোনো প্রাণী, পাখি বা সরীসৃপ বাংলাদেশে আনিবার বা বাংলাদেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, বিমানে আরোহণ বা পরিবহন করা যাইবে না।

৩৩। **বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্ট এর সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ।**—কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের সংরক্ষিত এলাকায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবেন না, যথা:—

(ক) দায়িত্ব পালনের জন্য আইনানুগভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ;

(খ) কোনো বিমানে আরোহণকারী বা বিমান হইতে অবরোহণকারী যাত্রী; এবং

(গ) চেয়ারম্যান অথবা সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের নিকট হইতে প্রবেশের জন্য শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন কোনো ব্যক্তি।

৩৪। **বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টে মোটরযান চালনা।**—কোনো ব্যক্তি—

- (ক) বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ অনুমতিপত্র ব্যতীত উক্ত বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের সংরক্ষিত এলাকায় কোনো মোটরযান চালনা করিবেন না;
- (খ) বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো মোটরযানের অনুকূলে সংরক্ষিত এলাকার জন্য জারীকৃত বৈধ অনুমতি ব্যতীত উক্ত বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের সংরক্ষিত এলাকায় কোনো মোটরযান চালাইবেন না;
- (গ) বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের সংরক্ষিত এলাকার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং গতিসীমা অনুসরণ ব্যতীত গাড়ি চালাইবেন না।

৩৫। **বিমানবন্দর ইত্যাদি স্থানে যানবাহন পার্কিং এর ক্ষেত্রে বাধানিষেধ।**—সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, উহার ব্যবস্থাপক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থান ব্যতীত বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের অন্য কোনো স্থানে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার যানবাহন পার্কিং করিতে পারিবেন না।

৩৬। **নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক মোটরযান চালনায় নিষেধাজ্ঞা।**—কোনো ব্যক্তি মাদক জাতীয় পদার্থ সেবন করিয়া কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের সংরক্ষিত এলাকায় মোটরযান চালাইতে পারিবেন না।

৩৭। **বিশৃঙ্খল আচরণ।**—কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টে কোনো ব্যক্তি—

- (ক) উৎপাতমূলক বা বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ করিবেন না;
- (খ) কোনো যাত্রী বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য বিরক্তির কোনো কার্য করিবেন না; অথবা
- (গ) জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৯৮ নং আইন) এর পরিপন্থি কোনো কার্য করিতে পারিবেন না।

৩৮। **আবর্জনা, বর্জ্য, ধূমপান, উন্মুক্ত অগ্নিশিখা ও দাহ্য পদার্থের ব্যবহার, ইত্যাদিতে বাধানিষেধ।**—(১) কোনো ব্যক্তি কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্ট এলাকায় অবস্থানকালে তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো আবর্জনা, বর্জ্য, ব্যবহারের অযোগ্য পদার্থ বা অন্য কোনো পদার্থ উক্ত এলাকায় ফেলিতে বা জমা করিতে চাহিলে, তিনি উক্ত এলাকার—

- (ক) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান বা পাত্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে উক্ত আবর্জনা বা পদার্থ ফেলিবেন না বা জমা করিবেন না; বা

(খ) পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর এখতিয়ারসম্পন্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা পাত্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে উক্ত আবর্জনা বা পদার্থ ফেলিবেন না বা জমা করিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্ট এলাকায় অবস্থানকালে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকায় ধূমপান করিবেন না অথবা অননুমোদিত কোনো স্থানে মাত্রাতিরিক্ত কোনো ধরনের অগ্নি বা খোলা অবস্থায় অগ্নিশিখা প্রজ্বলন বা ব্যবহার করিবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি কোনো দাহ্য পদার্থ লইয়া বিমানে, ফুয়েল ইউনিট বা ভূমিতে বা উহার নিকটে, বা দাহ্য তরল মজুত রহিয়াছে এমন কোনো হ্যাংগার, ওয়ার্কশপ বা অন্য কোনো দালান বা স্থাপনায় প্রবেশ করিবেন না এবং উক্ত স্থানে প্রবেশের চেষ্টা করিবেন না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত জায়গায় বা স্থাপনায় কাজ করিবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

৩৯। **সম্পদের সংরক্ষণ।**—কোনো ব্যক্তি কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের কোনো ইমারত, যন্ত্রপাতি বা অন্য কোনো স্থাপনা, কোনো প্রতীক, সংকেত বা চিহ্ন, বৃক্ষ, ফুল, বা অন্য কোনো সম্পত্তি কোনোভাবেই ধ্বংস, নষ্ট বা বিকৃত করিতে পারিবে না।

৪০। **রেডিও পরিচালনা।**—কোনো ব্যক্তি আপাতত বলবৎ এতৎসংশ্লিষ্ট কোনো আইন, বিধিমালা, প্রবিধান বা আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কোনো বিমান হ্যাংগারে থাকিবার সময় উক্ত বিমানের কোনো বেতার যন্ত্রপাতি পরিচালনা করিতে পারিবে না।

৪১। **প্রতীক ও বুলেটিন বোর্ড।**—চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বিমানঘাঁটি, বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের কোনো স্থানের ব্যবহারকারী, ভাড়াটিয়া বা লিজ গ্রহীতাকে উক্ত স্থানে প্রতীক বা বুলেটিন প্রদর্শনের জন্য যথাযথ বোর্ড রাখিতে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

৪২। **প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা।**—বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের অভ্যন্তরে অবস্থিত হ্যাংগার বা অন্য কোনো প্রাঙ্গণের প্রত্যেক ভাড়াটিয়া, ব্যবহারকারী বা লিজ গ্রহীতা উক্ত হ্যাংগার বা প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে সহজগম্য স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স (First aid box) রাখিবেন।

৪৩। **অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির ব্যবস্থা।**—(১) বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের অভ্যন্তরে বা উহার কোনো অংশে দখলরত প্রত্যেক ব্যক্তি বা ভাড়াটিয়া তাহার নিজ অংশে ব্যবহারের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত মানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি উত্তম ও কার্যকর অবস্থায় রাখিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয় নিশ্চিত করিবার জন্য চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) দেশের সকল বিমানবন্দর বা বিমান ঘাঁটির বিদ্যমান কার্গো ভিলেজ, ভবন ও বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হইতে প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী ফায়ার সেফটি প্ল্যানের অনুমোদন গ্রহণ এবং অনুমোদিত প্ল্যানের যথাযথ বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং একইসঙ্গে সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ সকল বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটির বিদ্যমান কার্গো ভিলেজ, ভবন ও বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিদর্শন, সার্ভে ও মহড়া কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

৪৪। **দাহ্য তরল পদার্থসংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নির্দেশিত শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে ১৫ (পনেরো) লিটার বা ৪ (চার) গ্যালনের বেশি পরিমাণে দাহ্য তরল পদার্থ কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের কোনো স্থানে রাখা যাইবে না।

(২) ১৫ (পনেরো) লিটার বা ৪ (চার) গ্যালন বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ দাহ্য তরল পদার্থ বন্ধ ধাতব পাত্রে রাখিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিমান, মোটরযানের ট্যাংক বা ইউনিটের অনুমোদিত স্থানে রাখা পেট্রোলিয়াম এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

৪৫। **মেকানিক্যাল বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা।**—(১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত, কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টে অবস্থিত কোনো স্থাপনা বা ইমারতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের মেকানিক্যাল বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন বা উহার কোনো পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে পারিবেন না।

(২) বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টের এখতিয়ারাধীন কোনো স্থানে চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির পরিদর্শন ও অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যাটারি চার্জের জন্য সুবিধাদি স্থাপন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ না করিয়া অথবা ব্যাটারি সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করিয়া উক্তরূপ সুবিধাদি খালি রাখিয়া প্রস্থান করা যাইবে না।

৪৬। **বিমান ও মোটরযানে জ্বালানি ভর্তি।**—(১) কোনো ইমারত, স্থাপনা বা আগুনের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কোনো এলাকার ১৫ (পনেরো) মিটার বা ৫০ (পঞ্চাশ) ফুট দূরত্বের মধ্যে কোনো বিমান ও মোটরযানে জ্বালানি ভর্তি করা যাইবে না।

(২) কোনো বিমানের মালিক বা অপারেটর কর্তৃক নিযুক্ত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন সার্টিফাইং স্টাফ বা উক্ত বিমানের ফ্লাইট ক্রু-সদস্য বা জ্বালানি ভর্তিকারী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রশিক্ষিত সুপারভাইজারের তদারকিতে জ্বালানি ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি জ্বালানি ভর্তির কার্যক্রম আরম্ভ করিবার পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন, যথা:—

(ক) বিমান ও জ্বালানি ইউনিট পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে;

(খ) বিমান ও জ্বালানি ইউনিটের কোনো অংশ হইতে নিঃসৃত ও স্থির বিদ্যুতের বাহিরে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য সংযুক্তি ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে মাটিতে প্রবিষ্ট রহিয়াছে;

- (গ) বিমানে জ্বালানি প্রবেশ করাইবার হোস ও ফানেল বিমানের সহিত বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে; এবং
- (ঘ) বিমানের সন্নিবর্তে কোনো ব্যাটারি, গ্যাস স্টার্টার বা অন্য কোনো ইঞ্জিন স্টার্টের জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি নাই।
- (৪) জ্বালানি ভর্তির সময়, স্বীকৃত কোনো জ্বালানি ভর্তিকারী প্রতিষ্ঠান, সম্ভাব্য অগ্নি নির্বাণের উদ্দেশ্যে, চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নির্দেশনা অনুসারে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জনবল সরবরাহ করিবেন।
- (৫) কোনো বিমানে যাত্রী আরোহণের সময়, বিমান হইতে অবরোহণের সময় অথবা বিমানে যাত্রী অবস্থানকালে উহাতে জ্বালানি ভর্তির বিষয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত বা জারীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।
- (৬) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমোদন ব্যতীত বিমানে জ্বালানি ভর্তির কাজে জ্বালানি ভর্তিকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো ইউনিট বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না।
- ৪৭। **প্রবেশের অনুমতি।**—চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, যেকোনো সময় বিমানবন্দর, বিমানঘাটি বা হেলিপোর্টে অবস্থানকারী কোনো বিমান, হেলিকপ্টার, হ্যাংগার, ওয়ার্কশপ, ইমারত, গুদাম বা জ্বালানির স্থাপনায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।
- ৪৮। **নেভিগেশন রেডিও এইডস এলাকা ও নয়েজ জোন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাধা সৃষ্টিকারী স্থাপনার বিষয়ে বিধি-নিষেধ।**—(১) কোনো ব্যক্তি বিমানবন্দর, বিমানঘাটি বা হেলিপোর্টের নেভিগেশন রেডিও এইডস এলাকা বা নয়েজ জোন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো স্থাপনা, ইমারত ইত্যাদি বাধা সৃষ্টিকারী স্থাপনা নির্মাণ করিবেন না অথবা বাধা সীমাবদ্ধকারী তল লঙ্ঘন করিয়া নূতন কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করিবেন না।
- (২) কোনো ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করিলে, চেয়ারম্যান উক্ত ব্যক্তিকে নিজ খরচে উল্লিখিত অবকাঠামো অপসারণের নির্দেশ প্রদান করিবেন।
- (৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহিত সমন্বয় পূর্বক বিমানবন্দর, বিমানঘাটি বা হেলিপোর্টের নেভিগেশন রেডিও এইডস এলাকা বা নয়েজ জোন এলাকায় কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- ৪৯। **বকেয়া চার্জ পরিশোধ ব্যতীত অনুমোদন বা সুবিধা প্রদান না করা।**—কোনো দেশি বা বিদেশি বিমান পরিবহনকারী, বিমান অপারেটর বা এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রকার এয়ারোনটিক্যাল বা নন-এয়ারোনটিক্যাল চার্জ, ফি, ভাড়া বা অন্য কোনো পাওনা বকেয়া রাখিলে, উক্ত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কোনো নূতন বা অতিরিক্ত ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি অনুমোদন, এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (AOC) প্রদান, নবায়ন বা সংশোধন, ফ্লাইট পরিচালনার জন্য কোনো নূতন অনুমোদন, পারমিট, ক্রিয়ারেস বা অন্যান্য অপারেশনাল সুবিধা প্রদান, অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো অনুমোদন বা সুবিধা প্রদান করিবে না:
- তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত বিধান প্রতিপালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫০। বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্ট, ইত্যাদি হইতে অপসারণ।—(১) কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান অথবা চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে, উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্ট হইতে অপসারণ বা বহিষ্কার করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত হিসাবে আইনের অধীন দণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা হেলিপোর্টে অবস্থানকারী কোনো বিমানকে উক্ত স্থান হইতে অপসারণ করিবার জন্য উক্ত বিমানের মালিক বা অপারেটরকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) উক্ত বিমানের মালিক বা অপারেটর বিমানটির নিবন্ধন সার্টিফিকেট বা এয়ারওর্ডিনেস সার্টিফিকেটের বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে; অথবা
- (খ) উক্ত বিমানের মালিক বা অপারেটর কোনো বিমানের অবতরণ, পার্কিং, নির্ধারিত স্থানে অবস্থান বা রুট নেভিগেশন বাবদ চার্জ অথবা প্রযোজ্য অন্য কোনো চার্জ ১২০ (একশত বিশ) দিনের অতিরিক্ত সময় অপরিশোধিত রাখিলে; অথবা
- (গ) বাংলাদেশে বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে চেয়ারম্যান অন্য কোনো বিষয় প্রয়োজনীয় মনে করিলে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো বিমান অপসারণের জন্য চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহার মালিক বা অপারেটর বরাবর নোটিশ প্রেরণ করিবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার মালিক বা অপারেটর উক্ত বিমান অপসারণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে উক্ত বিমানের মালিক বা অপারেটর বিমানটি সম্পূর্ণভাবে অপসারণে ব্যর্থ হইলে চেয়ারম্যান নিজ উদ্যোগে বিমানটি বাজেয়াপ্ত করিয়া নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন অথবা সরাইয়া ফেলিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন গৃহীত কোনো পদক্ষেপের কারণে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না।

৫১। কনভেনশনের Article 28 এর প্রয়োগ।—কনভেনশনের Article 28 অনুসারে কর্তৃপক্ষ যতদূর সম্ভব কনভেনশনের মানদণ্ড অনুযায়ী—

- (ক) আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের সুবিধার্থে বাংলাদেশের ভূখন্ডের মধ্যে বিমানবন্দর, রেডিও পরিষেবা, আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিষেবা এবং অন্যান্য বিমান চলাচলের সুবিধা প্রদান করিবে;
- (খ) যোগাযোগ পদ্ধতি, কোড, মার্কিং, সিগন্যাল, আলো এবং অন্যান্য অপারেশনাল অনুশীলন ও শর্ত প্রতিপালনে উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, এবং
- (গ) এয়ারোনটিক্যাল তথ্য প্রকাশনা, এয়ারোনটিক্যাল ম্যাপস এবং এয়ারোনটিক্যাল চার্ট সুরক্ষিত করিবার জন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপে সহযোগিতা করিবে।

৫২। **লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, পারমিট ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা ও জারিকরণ।**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্ত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা পারমিট ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো বিমান চলাচল পরিষেবা প্রদান করিবেন না।

(২) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ইউনিটে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হিসাবে কাজ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে লাইসেন্স এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটের জন্য উপযুক্ত রেটিং প্রাপ্ত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর ক্ষেত্রে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষেত্রে, লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বর্ণিত সকল শর্ত পূরণ করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আইনশৃঙ্খলা বা সশস্ত্র বাহিনীতে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো এয়ারম্যানকে লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

আকাশে বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলি (Rules of the Air)

৫৩। **আইনের ধারা ১৪ এর প্রতিপালন।**—কনভেনশনের মানদণ্ড অনুযায়ী, আইনের ধারা ১৪ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, চেয়ারম্যান কর্তৃক, বাংলাদেশের আকাশসীমায় অনুসরণীয় বিধি-বিধানসমূহ নির্ধারিত হইবে।

৫৪। **বিমান চলাচল আইনের প্রযোজ্যতা।**—(১) বাংলাদেশের আকাশসীমার উপর দিয়া চলাচলকারী বিমান বা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অবস্থানকারী বিমান বাংলাদেশের বিমান চলাচল সংক্রান্ত আইন মানিয়া চলিবে এবং বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশনকৃত বিমানসমূহ যখন যেই স্থানে অবস্থান করিবে তখন সেই স্থানে বিদ্যমান এতৎসংক্রান্ত আইন মানিয়া চলিবার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করিবে।

(২) গভীর সমুদ্রের উপরস্থ আন্তর্জাতিক আকাশসীমার উপর দিয়া চলাচলরত বিমানের ক্ষেত্রে কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২ এর বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আঞ্চলিক বিমান চলাচল চুক্তি অনুসারে গভীর সমুদ্রের উপরস্থ আকাশসীমায় (airspace over high seas) এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের নিমিত্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২ এর বিধি-বিধান মানিয়া চলিবার বিষয়টি চেয়ারম্যান নিশ্চিত করিবেন।

৫৫। **বেসামরিক বিমানের পথ অবরুদ্ধকরণ।**—(১) বেসামরিক বিমানের পথ অবরুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কনভেনশনের Article 3 bis অনুসারে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ প্রতিপালন করিবে, যথা:—

(ক) বেসামরিক বিমানের পথ অবরুদ্ধকরণ কেবল মনোনীত সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা করা যাইবে;

(খ) বেসামরিক বিমানের পথ অবরুদ্ধকরণ কেবল শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হইবে এবং কোনো অবস্থাতেই বেসামরিক বিমানের উপর অস্ত্র ব্যবহার করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ছাড়পত্র ব্যতীত উড্ডয়নরত যেকোনো বিমানকে মনোনীত সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক প্রতিহত, পথ অবরুদ্ধকরণ বা জোরপূর্বক অবতরণ করানো যাইবে;

- (গ) পথ অবরুদ্ধকরণ কেবল বিমানের পরিচয় নির্ধারণের জন্য সীমাবদ্ধ থাকিবে, যদি না বিমানটিকে তাহার পরিকল্পিত গতিপথে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তবে ইহাকে, বিপজ্জনক এলাকা এবং নিষিদ্ধ এলাকার বাহিরে দিয়া বাংলাদেশের আকাশসীমার সীমানার বাহিরে নেওয়া যাইবে অথবা প্রয়োজনবোধে একটি নির্দিষ্টকৃত অ্যারোডোমে অবতরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে;
- (ঘ) অনুশীলনের নিমিত্ত কোনো বেসামরিক বিমানের পথ অবরুদ্ধকরণ করা যাইবে না;
- (ঙ) পথ অবরুদ্ধকৃত বিমানকে, রেডিও যোগাযোগ স্থাপন সাপেক্ষে, রেডিও বা টেলিফোন দ্বারা নেভিগেশন নির্দেশিকা এবং এতৎসম্পর্কিত তথ্য দেওয়া যাইবে; এবং
- (চ) পথ অবরুদ্ধকৃত বিমানটিকে, প্রয়োজনবোধে, কেবল উপযুক্ত বিমানবন্দরে অবতরণ করাইতে হইবে।

(২) পথ অবরুদ্ধকৃত বিমানের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবেন, যথা:—

- (ক) পথ অবরুদ্ধকৃত বিমানের ম্যানুভারের সময় যেকোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াইবার লক্ষ্যে একটি মানসম্পন্ন পদ্ধতি প্রকাশ করিবেন; এবং
- (খ) পথ অবরুদ্ধকৃত বিমান শনাক্তকরণের জন্য, যতদূর সম্ভব, স্যাটেলাইট ভিত্তিক এডিএস-বি (ADS-B), এবং স্থল-ভিত্তিক রাডার এসএসআর (SSR) অথবা আইসিএও কর্তৃক সুপারিশকৃত অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন।

(৩) বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিমান বা বাংলাদেশি অপারেটর দ্বারা পরিচালিত একটি বিমান, যদি অন্য রাষ্ট্রের ভূখন্ডের উপর দিয়া উড্ডয়ন করিবার সময়, সেই রাষ্ট্রের মনোনীত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষের নিয়মসমূহ অনুসরণ করিবে।

(৪) এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিট যত দূর অবগত হইবে যে, তাহার দায়িত্বের এলাকায় একটি বিমানের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, তত দূর উক্ত বিষয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিমান পরিচালনায় আবহাওয়া সংক্রান্ত সেবা (Meteorological Service for Air Navigation)

৫৬। আবহাওয়া সংক্রান্ত সেবা।—(১) চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি এবং কনভেনশনের পরিশিষ্ট-৩ এর শর্তসমূহ প্রতিপালনের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর সহিত সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কোন বিষয়ে, কোন স্থানে, কী আকারে ও পদ্ধতিতে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিবেন, চেয়ারম্যান উহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আবহাওয়া আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৮ নং আইন) অনুসারে উক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন তথ্যাদি সরবরাহ করিবার সময়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর -

(ক) তথ্যের উৎস এবং প্রয়োজনবোধে উহার সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নাম উল্লেখ করিবে; এবং

(খ) আবহাওয়া আইন, ২০১৮ এ উল্লিখিত বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত মানদণ্ড মান্য করিবেন।

(৫) আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদির ব্যবহারকারী, তৎকর্তৃক পরিচালিত ফ্লাইটের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যতীত অন্য তথ্যাদি ব্যবহার করিবেন না।

ব্যাখ্যা: “আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি” অর্থ বিরাজমান বাস্তবভিত্তিক তথ্যাদি এবং পূর্বাভাস (Actual or Forecast) ভিত্তিক তথ্যাদি উভয়কে বুঝাইবে।

(৬) এই বিধির অধীন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত তথ্যাদির সংশ্লিষ্ট অংশ ব্যবহার করা যাইবে এবং উক্তরূপ ব্যবহারের সময় আবহাওয়া আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক উক্ত তথ্যের উৎস হিসাবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, এ্যারোনটিক্যাল তথ্য প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্তি ও প্রকাশনার জন্য, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদির উৎস সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য চেয়ারম্যানকে প্রদান করিবেন।

(৮) বিমান পরিচালনার জন্য পরিষেবা প্রদানকারী আবহাওয়াবিদদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত প্রয়োজনীয়তাসমূহ মানিয়া চলিবে।

৫৭। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্য এবং উহার ব্যবহারকারী।—(১) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্য হইতেছে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের এয়ার নেভিগেশনের সুরক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা (regularity) ও দক্ষতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কার্যকরভাবে উহার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত ব্যবহারকারীগণ যাহাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শক্রমে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্যাদির ব্যবহারে সক্ষম হয়, তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যথা:—

(ক) এয়ার অপারেটর;

- (খ) ফ্লাইটের ক্রু-সদস্যগণ;
- (গ) এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিটসমূহ;
- (ঘ) অনুসন্ধান ও উদ্ধার সেবা প্রদানকারী ইউনিটসমূহ;
- (ঙ) বিমানবন্দর বা বিমানঘাটি বা হেলিপোর্টের ব্যবস্থাপনাকারী কর্তৃপক্ষ; এবং
- (চ) এয়ার নেভিগেশন পরিচালনা বা উন্নয়নের সহিত জড়িত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(৩) আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কোনো ব্যবহারকারী, কী ধরনের, কতটুকু এবং কোনো এলাকায় উক্ত তথ্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন তৎসম্পর্কে চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

৫৮। **গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর সহিত সমন্বয়।**—(১) আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আবহাওয়া আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে উক্ত তথ্যাদির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে—

- (ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবে এবং তদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের পরিদর্শকগণকে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রবেশ ও এ্যারোনোটিক্যাল আবহাওয়া সংক্রান্ত স্টেশনসমূহ পরিদর্শনের সুযোগ দিবে;
- (খ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর উহার বিবেচনামতে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং পূর্বাভাস সংগ্রহের জন্য অন্য কোনো রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা লাভের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

এ্যারোনোটিক্যাল চার্টস (Aeronautical Charts)

৫৯। **চার্ট, ইত্যাদি।**—বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা অন্তর্ভুক্তকারী যেকোনো চার্ট বা চার্টের সিরিজের সহজলভ্যতার জন্য চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬০। **চার্ট এর প্রাপ্যতা ও মানদণ্ড।**—(১) চেয়ারম্যান, কনভেনশন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাহার বিবেচনা মতো যথাযথ আকারে এবং স্থানে এ্যারোনোটিক্যাল চার্ট প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবেন।

(২) ভিন্নরূপ নির্দেশিত না হইলে, কনভেনশনের পরিশিষ্ট ৪ এ উল্লিখিত মানদণ্ড ও সুপারিশকৃত রীতি এ্যারোনোটিক্যাল চার্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিমাপের একক (Units of Measurement)

৬১। **একক প্রমিতকরণ।**—বিমানের সুরক্ষিত, অর্থনৈতিক এবং নিয়মিত পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে এবং কনভেনশন কার্যকর করিবার জন্য চেয়ারম্যান উপযুক্ত মনে করিলে, এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিমাপের এককের প্রমিতকরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬২। **পরিমাপের একক।**—বাংলাদেশের আকাশসীমা ও স্থলভাগে অপারেশনের জন্য প্রযোজ্য পরিমাপের একক চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিমান পরিচালনা (Operation of Aircraft)

৬৩। **বিমান পরিচালনার শ্রেণিবিন্যাস।**—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সকল ফ্লাইট পরিচালনা কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে, যথা:

(১) **বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন পরিচালনা।**—এইরূপ বিমান পরিবহন পরিচালনা যাহাতে কোনো এয়ার অপারেটর বিমান বা হেলিকপ্টার ব্যবহার করিয়া শিডিউল বা নন-শিডিউল বিমান পরিবহন সেবা প্রদানের বিপরীতে—

- (ক) কোনো ফ্লাইটের জন্য অর্থের বিনিময়ে বা অর্থ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোনো অপারেটরের বিমানে বা হেলিকপ্টারের যাত্রী বা কার্গো বা উভয়ই পরিবহন করা হয়; এবং
- (খ) কোনো ফ্লাইটে ক্রু-সদস্য ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তিকে পরিবহনের বিনিময়ে এয়ার অপারেটর, বিমান বা হেলিকপ্টারের মালিক অর্থ গ্রহণ করেন বা অর্থ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন,

তবে, ফ্লাইটটি যদি ফ্লাইট ইনস্ট্রাকশন প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং উক্তরূপ নির্দেশনা প্রদানের বিপরীতে মূল্য প্রদেয় হয়, তবে ফ্লাইটটি জেনারেল এভিয়েশন বা সাধারণ এভিয়েশন পরিচালনা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) **এরিয়াল কার্য পরিচালনা-** একটি বিশেষ পরিচালনা যাহাতে কোনো বিমান বা হেলিকপ্টারকে, অপারেটর বা মালিক নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনে উড্ডয়ন বা পরিচালনা করিয়া থাকে, যথা:-

- (ক) কৃষি বিষয়ক;
- (খ) নির্মাণ;
- (গ) আলোকচিত্র গ্রহণ;
- (ঘ) জরিপ;
- (ঙ) সরকারের কোনো দপ্তরের পর্যবেক্ষণ অথবা টহল;

- (ঢ) এরিয়াল অ্যান্সুলেপ্স হিসাবে ব্যবহার অথবা উদ্ধার কার্য;
- (ছ) নেভিগেশন এইডস এর ফ্লাইট ক্যালিব্রেশন (Flight Calibration Navigation Aids); এবং
- (জ) অন্য কোনো কার্যক্রম যাহা দফা (ক) হইতে (ছ) তে উল্লিখিত কার্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত।

(৩) **জেনারেল এভিয়েশন**—বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন পরিচালনা বা এরিয়াল কার্য পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বিমান পরিচালনা, যথা:—

- (ক) কোনো ব্যক্তি বা কর্পোরেটের প্রয়োজনে এমন পরিবহন যাহাতে ফ্লাইটের জন্য কোনো বিমান বা হেলিকপটার অপারেটর বা মালিককে অর্থ প্রদান বা অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি সম্পৃক্ত নহে;
- (খ) এমন কোনো ফ্লাইট ইনস্ট্রাকশন বা ফ্লাইট প্রশিক্ষণ, যাহার জন্য ফ্লাইটের অপারেটরকে, বা সংশ্লিষ্ট বিমান বা হেলিকপটার এর মালিককে অর্থ বা অর্থের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে;
- (গ) শিডিউল অথবা নন-শিডিউল নহে, তবে অর্থের বিনিময়ে বা অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে চাহিদা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো মালামালের পরিবহন; এবং
- (ঘ) অন্য কোনো পরিচালনা যাহা দফা (ক) হইতে (গ) তে উল্লিখিত পরিচালনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বা যাহা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত।

৬৪। **বিমানের শ্রেণিবিন্যাস**—কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, কোন ধরনের পরিচালনায় নিয়োজিত থাকিবে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বিমান ও হেলিকপটারের শ্রেণিবিন্যাস হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) **বাণিজ্যিক পরিবহন বিমান**—যখন কোনো বিমান বাণিজ্যিক বিমান পরিবহনে নিয়োজিত থাকে;
- (খ) **বাণিজ্যিক পরিবহন হেলিকপটার**—যখন কোনো হেলিকপটার বাণিজ্যিক পরিবহনে নিয়োজিত থাকে;
- (গ) **এরিয়াল কার্যে ব্যবহৃত বিমান**—যখন কোনো বিমান এরিয়াল কার্যে নিয়োজিত থাকে;
- (ঘ) **জেনারেল এভিয়েশন বিমান**—যখন কোনো বিমান জেনারেল এভিয়েশন অপারেশন কার্যে নিয়োজিত থাকে;
- (ঙ) **জেনারেল এভিয়েশন হেলিকপটার**—যখন কোনো হেলিকপটার জেনারেল এভিয়েশন অপারেশন কার্যে নিয়োজিত; এবং
- (চ) **ডোন**—যখন কোনো ডোন বাণিজ্যিক বা জেনারেল বা এরিয়াল কার্যে নিয়োজিত থাকে।

৬৫। **বিমান ব্যবহারের অনুমোদন (Authorization)**—(১) একটি বিমান কোনো ধরনের অপারেশনে ব্যবহার করা যাইবে না, যদি উক্ত বিমানটি এইরূপ ব্যবহারের জন্য চেয়ারম্যান দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত না হয়।

(২) জরুরি যন্ত্রপাতিসহ চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত বা নির্দেশিত সকল সরঞ্জাম (Equipment) সংযুক্তি বা বহন ব্যতিরেকে কোনো বিমানে কোনো শ্রেণির পরিচালনায় ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) কোনো বিমানে কোনো যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম বা সরঞ্জামের অংশ সংযোজন বা বহনের জন্য চেয়ারম্যান নির্দেশ প্রদান করিলে, চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম বা সরঞ্জামের অংশ সংযোজন, বহন বা ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত বা অনুমোদিত Design Standard and Code of Performance অনুসারে প্রত্যয়নকৃত হইয়াছে কেবল এমন হেলিকপ্টার ব্যবহার করিয়া বাণিজ্যিক পরিবহন কার্যক্রমে যাত্রী বা মালামাল বা উভয়ই পরিবহন করা যাইবে।

(৫) কোনো বিমান চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত বা অনুমোদিত Code of Performance, এয়ারওর্ডিনেস সার্টিফিকেটের শর্তাদি এবং ফ্লাইট ম্যানুয়ালে উল্লিখিত পরিচালনার সীমা (operating limitations) অনুসারে পরিচালিত হইবে।

৬৬। **জেনারেল এভিয়েশন বিমান**—(১) চেয়ারম্যান দ্বারা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত না হইলে, তৎকর্তৃক জারীকৃত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট এর শর্তাদি পূরণ না হইলে, এই বিধির বিধানাবলি প্রতিপালন না করিলে এবং, সময় সময়, চেয়ারম্যান কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি প্রতিপালন না করিলে, কোনো বিমান জেনারেল এভিয়েশন কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কোনো বিমান চালানোর ক্ষেত্রে পাইলট-ইন-কমান্ড নিম্নবর্ণিত সাধারণ নিয়মাবলি পালন করিবেন, যথা:—

- (ক) বিমানটি যে দেশে পরিচালিত হয় সেই দেশের সংশ্লিষ্ট আইন ও পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন;
- (খ) বিমানের দরজা বন্ধ হইবার সময় হইতে উহার সকল ক্রু-সদস্য, যাত্রী ও কার্গোর সুরক্ষার দায়িত্ব পাইলট-ইন-কমান্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং উক্ত দায়িত্বের অংশ হিসাবে বিমানটির উড্ডয়নের উদ্দেশ্যে চলন প্রস্তুতি শুরুর সময় হইতে ফ্লাইট সমাপ্ত হওয়া এবং তাহার পর ইঞ্জিনের প্রাইমারি প্রপালশন ইউনিট (Primary Propulsion Unit) বন্ধ হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত বিমান পরিচালনা এবং উহার সুরক্ষা বিধান করাও পাইলট-ইন-কমান্ডের দায়িত্ব হইবে;
- (গ) যদি এমন জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, উক্ত বিমানের বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সুরক্ষা বিপন্ন এবং সুরক্ষার স্বার্থে স্থানীয় আইন বা পদ্ধতি লঙ্ঘন অপরিহার্য, তাহা হইলে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(অ) পাইলট-ইন-কমান্ড অবিলম্বে যথাযথ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করিবেন;

(আ) যে রাষ্ট্রের এখতিয়ারাধীন এলাকায় উক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেই রাষ্ট্রের আইন অনুসারে প্রয়োজন হইলে উহার যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন, এবং উক্তরূপ প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি চেয়ারম্যানের নিকটও পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রেরণ করিবেন; এবং

(ঘ) কোনো বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হইলে এবং সেই কারণে কোনো ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা বিমানটির বা কোনো সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হইলে, পাইলট-ইন-কমান্ড বিষয়টি সম্পর্কে নিকটস্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অতি দ্রুততার সহিত অবহিত করিবেন।

৬৭। **এরিয়াল কার্য পরিচালনা।**—চেয়ারম্যানের অধীন এবং তৎকর্তৃক জারীকৃত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট ব্যতীত এবং বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণ ব্যতীত কোনো বিমান কোনো প্রকারের এরিয়াল কার্য পরিচালনায় ব্যবহার করা যাইবে না।

৬৮। **অপারেশন সংক্রান্ত চুক্তির অনুমোদন।**—বাণিজ্যিক বিমান পরিচালনা, এরিয়াল কার্য পরিচালনা বা সাধারণ বিমান পরিচালনার লাইসেন্সি, চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে তাহার অনুকূলে জারীকৃত লাইসেন্সের অধীন, অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

৬৯। **নির্দিষ্ট ফ্লাইটের জন্য অনুমতি।**—(১) চেয়ারম্যান, কোনো ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, নিম্নলিখিত বিষয়ে বাংলাদেশে একটি নির্দিষ্ট ফ্লাইটে বিমান উড্ডয়নের অনুমতি দিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) বিক্রয় চুক্তির অধীন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির নিকট বিমানটি সরবরাহ করা;
- (খ) বিমানের বিষয়ে প্রদর্শনী, গবেষণা বা পরীক্ষা পরিচালনা করা;
- (গ) বিমানটিকে এমন জায়গায় লইয়া আসা যেই স্থানে বিমান সম্পর্কিত কোনো প্রদর্শনীর আয়োজন বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে;
- (ঘ) বিমানটিকে এমন স্থানে লইয়া আসা যেই স্থানে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইতে পারে;
- (ঙ) কোনো বিশেষ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সন্ধান করা, সাহায্য বা উদ্ধারে সহায়তা করা; এবং
- (চ) জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় সহায়তা করা।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ফ্লাইটের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ফ্লাইটের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারিবেন।

৭০। **পাইলট বিহীন বিমান পরিচালনা।**—চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমোদন এবং উহাতে উল্লিখিত শর্ত প্রতিপালন ব্যতীত উড়িতে সক্ষম পাইলট বিহীন কোনো বিমান বাংলাদেশের মধ্যে উড্ডয়ন করা যাইবে না।

৭১। **ফ্লাইট ক্রু অপারেটিং ম্যানুয়াল।**—বিমানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য চেয়ারম্যান, প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশে নিবন্ধিত একটি বিমানের মালিক বা অপারেটরকে সেই বিমানের জন্য ফ্লাইট ক্রু অপারেটিং ম্যানুয়াল বা এতদসংক্রান্ত নথিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৭২। **আগ্নেয়াস্ত্র বহন।**—ফ্লাইট ক্রু-সদস্যসহ কোনো ব্যক্তি, চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতীত, ব্যক্তিগত দখলে থাকা কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বিমানে বহন করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, উড্ডয়নকালীন নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার জন্য পাইলট-ইন-কমান্ডের কাছে জমা দেয়া আগ্নেয়াস্ত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৭৩। **নূতন ধরনের বিমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা পর্যন্ত কোনো নূতন ধরনের বিমান বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন পরিষেবায় যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) পূর্ব নির্ধারিত বাণিজ্যিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসে ব্যবহৃত একটি বিমানে বড় ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা উক্তরূপ অপারেশনের জন্য পূর্ব পরীক্ষিত অথবা একটি অপারেশনে এই ধরনের একটি বিমানের ব্যবহার যাহা পূর্বে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, অনুরূপ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান প্রয়োজনে বিমানটিকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) এর অধীন, প্রয়োজনীয় পরীক্ষার সময়, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিমানে বহন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে ডাক বা মালামাল বহন করা যাইতে পারে।

৭৪। **বিমানের নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কোনো ফ্লাইটের পূর্বে কোনো বিমানের ইঞ্জিন চালু করিবার সময় হইতে ফ্লাইট সমাপ্ত হইবার সময় ইঞ্জিন বন্ধ না হইবার পূর্ব পর্যন্ত একজন পাইলট উক্ত বিমানের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

(২) উড্ডয়নের সময়, অবতরণ করিবার সময় এবং উড্ডয়নকালীন পরিস্থিতিতে যদি একটি বিমানে দুই বা ততোধিক পাইলট থাকিবার প্রয়োজন হয়, তখন ২ (দুই) জন পাইলট সর্বদা বিমানটির নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

(৩) সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে কার্যকর, দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে সজ্জিত কোনো বিমানের ফ্লাইটে, কোনো নিয়ন্ত্রণ আসন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি ব্যতীত দখল করিতে পারিবেন না, যথা:-

(ক) বিমানের ধরন এবং শ্রেণি অনুযায়ী যাহার পাইলট লাইসেন্স রহিয়াছে; এবং

(খ) চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি।

(৪) চেয়ারম্যান, সুরক্ষার স্বার্থে তাহার বিবেচনামতে প্রয়োজনীয় শর্তসাপেক্ষে, উপ-বিধি (৩) অনুসরণে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

(৫) বিমানে দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত পাইলট বা কোনো শিক্ষানবিশ লাইসেন্সধারী পাইলট হিসেবে উক্ত বিমানটি উড্ডয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত না হইলে কোনো ব্যক্তি উড্ডয়নের সময় একটি বিমানের নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করিবেন না।

৭৫। **বিমানের ইঞ্জিন চালুকরণ।**—কোনো ব্যক্তি বিমানের ইঞ্জিন চালু করিবেন না বা বিমানে থাকাকালীন কোনো বিমানের ইঞ্জিন চালানোর অনুমতি প্রদান করিবেন না, যতক্ষণ না কোনো উপযুক্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত পাইলট বা অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

৭৬। **রেডিও যন্ত্রপাতির পরীক্ষা।**—(১) উড্ডয়নের উদ্দেশ্যে ম্যানুভারিং এলাকায় কোনো বিমানকে সরাইয়া লইবার পূর্ব পর্যন্ত, পাইলট-ইন-কমান্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, রেডিও যন্ত্রপাতি বিমানে ঠিকমতো সংযোজিত হইয়াছে কি না এবং ব্যবহৃত যন্ত্র ফ্লাইটটিতে সঠিকভাবে কাজ করিতেছে কি না।

(২) পরীক্ষাকালীন যদি রেডিও যন্ত্রপাতির কোনো অংশের কোনো ধরনের ত্রুটির ইঙ্গিত থাকে, তবে বিমানটি উড্ডয়ন করা যাইবে না যতক্ষণ না ঐ যন্ত্রপাতি লাইসেন্সধারী বা অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যয়িত হয়।

৭৭। **উড্ডয়নের পূর্ববর্তী নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সতর্কতা।**—(১) যেকোনো ফ্লাইট উড্ডয়ন করিবার ঠিক পূর্ব মূহর্তে, কোনো বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ড—

- (ক) মাটিতে ফ্লাইটের নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা করিবেন এবং উক্ত নিয়ন্ত্রণসমূহ সঠিক আছে কি না উহা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিবেন;
- (খ) লকিং ও সুরক্ষা ডিভাইসগুলি সরানো হইয়াছে কি না এবং হ্যাচ, দরজা ও ট্যাঙ্কের ক্যাপসমূহ সুরক্ষিত রহিয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (গ) বিমানের সমস্ত বহিরাগত পৃষ্ঠ হিম এবং বরফ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (ঘ) সমস্ত ফ্লাইট যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করিবেন, এবং বিশেষ করিয়া, সমস্ত জাইরোস্কোপিক ফ্লাইট যন্ত্রাংশ সঠিক আছে কি না, উহা নিশ্চিত করিবেন;
- (ঙ) সমস্ত জাইরোস্কোপিক ফ্লাইট যন্ত্র সঠিকভাবে সেট করা এবং খাঁচামুক্ত করা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন; এবং
- (চ) বিমানের ফ্লাইট ম্যানুয়্যাল বা অপারেশন ম্যানুয়্যাল দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সমন্বয় করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সম্পাদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কৃত পরিদর্শন, পরীক্ষা বা নিরীক্ষা যদি অনুমতিযোগ্য সীমা হইতে কোনো বিশেষ ত্রুটির ইঙ্গিত দেয় এবং উক্ত ত্রুটি অনুমোদনযোগ্য পরিষেবা অযোগ্য নহে, তাহা হইলে পাইলট-ইন-কমান্ড উড্ডয়ন করিবেন না বা, যদি তিনি উড্ডয়ন শুরু করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উড্ডয়ন স্থগিত রাখিবেন বা বিমানের এবং বিমানে থাকা ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭৮। **পাইলট কর্তৃক আবহাওয়া সংক্রান্ত অবস্থার রিপোর্ট প্রদান।**—(১) পাইলট-ইন-কমান্ড, আবহাওয়া ইউনিটের অনুরোধে বিমান পরিচালনাকালীন পর্যবেক্ষণকৃত আবহাওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

(২) কোনো ফ্লাইট বিপজ্জনক আবহাওয়ার সম্মুখীন হইলে পাইলট-ইন-কমান্ড যত দূত সম্ভব বিমানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিটে এতদসংক্রান্ত আবহাওয়ার বিস্তারিত বিবরণসহ রিপোর্ট করিবেন।

৭৯। **দুর্ঘটনা, ঘটনা, ত্রুটি এবং ঘটনা সংঘটনের প্রতিবেদন পেশকরণ।**—(১) কোনো ঘটনা ঘটিবার পর, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিম্নরূপে লিখিত প্রতিবেদন চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) দুর্ঘটনা বা গুরুতর ঘটনার ক্ষেত্রে—

(অ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত বা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে যেকোনো বিমান এর কোনো দুর্ঘটনা বা গুরুতর ঘটনার জন্য অথবা এইরূপ কোনো ঘটনা ঘটে যাহাতে একটি ফ্লাইটের নিরাপদ অপারেশন বিপন্ন হইতে পারে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ড, ক্ষেত্রমত, মালিক, অপারেটর, ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি, চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির নিকট একটি প্রতিবেদন জমা দিবেন;

(আ) দুর্ঘটনা বা ঘটনা সম্পর্কে অবগত হইবার পর অনতিবিলম্বে চেয়ারম্যানের নিকট একটি লিখিত প্রতিবেদন জমা দিতে হইবে এবং যদি কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ঘটনা ঘটিবার ৭২ (বাহাতর) ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাইবে;

(খ) ফ্লাইট পরিচালনারত অবস্থায় পাইলট-ইন-কমান্ড সংঘটিত প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাসমূহকে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত সেক্টর ফ্লাইটের লগ অন টার্মিনেশনে রেকর্ড করা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন;

(গ) ফ্লাইটে থাকা কোনো বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হইলে পাইলট-ইন-কমান্ড আইসিএও এর SARPS, PANS, SUPPS অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত এয়ার ট্রাফিক ঘটনার একটি লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন, যথা:—

(অ) যখন অন্য কোনো উড়ন্ত যন্ত্রের সহিত কাছাকাছি কোনো সংঘর্ষ বা এয়ারমিস হয়; অথবা

- (আ) যখন ত্রুটিপূর্ণ এয়ার ট্রাফিক পদ্ধতি বা ফ্লাইট ক্রু বা এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস দ্বারা প্রযোজ্য পদ্ধতির সহিত অমিল হয়; অথবা
- (ই) যখন কোনো বিমানঘাঁটির ত্রুটি বা এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস সুবিধার ব্যর্থতা, তাহার নজরে আসে;
- (ঘ) পাখি হইতে সৃষ্ট বিপদ এবং আঘাতের ক্ষেত্রে পাইলট-ইন-কমান্ড—
- (অ) যখনই কোনো পাখি হইতে সম্ভাব্য কোনো বিপত্তি পরিলক্ষিত হইলে যথাযথ গ্রাউন্ড স্টেশনে অবহিত করিবেন; এবং
- (আ) বিমান পরিচালনার সময় কোনো বিমান পাখির আঘাতের শিকার হইয়া থাকিলে অবতরণ করিবার পরপরই একটি লিখিত বার্ড স্ট্রাইক রিপোর্ট জমা দিবেন;
- (ঙ) কোনো ফ্লাইট পরিচালনার সময় জরুরি কোনো ঘটনা ঘটিলে বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে দায়িত্বরত পাইলট-ইন-কমান্ড যেকোনো বিপজ্জনক পণ্যের বিষয়ে যথাযথ এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ইউনিটকে অবহিত করিবেন;
- (চ) বেআইনি হস্তক্ষেপজনিত কোনো কার্য বিমান পরিচালনাকালীন ঘটিয়া থাকিলে পাইলট-ইন-কমান্ড যত দূত সম্ভব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং চেয়ারম্যানের নিকট একটি প্রতিবেদন জমা দিবেন;
- (ছ) কোনো বিমান উড্ডয়নের সময় নিম্নলিখিত কোনো সম্ভাব্য বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকিলে পাইলট-ইন-কমান্ড যথাযথ গ্রাউন্ড স্টেশনকে, যত দূত সম্ভব, অবহিত করিবেন, যথা:—
- (অ) স্থল বা নৌচলাচল সুবিধা মধ্যে কোনো অনিয়ম; অথবা
- (আ) আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনা; অথবা
- (ই) আগ্নেয়গিরির ছাই উদ্গীরণ; অথবা
- (ঈ) উচ্চ বিকিরণ স্তর।

(২) কোনো সময়কাল নির্দিষ্ট করা না হইলে উক্ত ঘটনা সংঘটনের অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রতিবেদনটি জমা দিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো বিমানের ত্রুটির বিষয়ে অবহিত করা হইলে, বিমানের অপারেটর উক্ত ত্রুটির বিষয়ে এই বিধির অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮০। **বিমানের ডানা, ল্যান্ডিং গিয়ার ইত্যাদির উপর পরিবহন।**—কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিমানের ডানা বা ল্যান্ডিং গিয়ারে বা বিমানের অন্য কোনো অংশে, ক্রু সদস্য বা যাত্রীদের অবস্থানের জন্য ডিজাইন করা হয় নাই, বহন করা যাইবে না।

৮১। **বাণিজ্যিক যাত্রী পরিবহনরত বিমানের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়াদি।**—(১) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যাত্রী পরিবহনরত কোনো বিমানকে, হেলিকপ্টারসহ, নিম্নবর্ণিত কোনো ধরনের উড্ডয়নে নিয়োজিত করা যাইবে না, যথা:—

- (ক) কোনো বৈমানিক লাইসেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুশীলন; অথবা
- (খ) বৈমানিক লাইসেন্সে উল্লিখিত কোনো ধরনের বিমানের বিষয়ে অনুমোদন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুশীলন; অথবা
- (গ) নিম্ন উচ্চতায় উড্ডয়নের অনুশীলন; অথবা
- (ঘ) বিমান বা উহার যন্ত্রাংশ, পাওয়ার প্লান্ট বা সরঞ্জামের পরীক্ষা।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত উড্ডয়নে নিয়োজিত থাকাকালে কোনো বিমানের বা উহার যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন বা সমন্বয় সাধনের জন্য প্রকৌশলী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্মীকে দায়িত্বের অংশ হিসাবে প্রয়োজন অনুসারে বিমানটির উড্ডয়নকালে উক্ত বিমানে পরিবহন করা যাইবে।

৮২। **নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি।**—(১) কোনো ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনো বিমানে প্রবেশ করিবেন না।

(২) কোনো বিমান পরিচালনায় কার্যরত ক্রু-সদস্য বা উক্ত কার্য সম্পাদনের সময় উক্ত বিমানে বহনকৃত কোনো ব্যক্তি যিনি ক্রু-সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, তিনি নিজেকে এমন অবস্থায় নিপতিত করিবেন না যে অবস্থাটি অ্যালকোহল যুক্ত পানীয় পান করিবার ফলে, কোনো মাদক বা ঔষধ জাতীয় পদার্থ বা অন্য কোনো পদার্থ সেবন বা গ্রহণ বা ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে এবং উক্ত অবস্থার কারণে তাহার দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা দুর্বল বা সীমাবদ্ধ হইয়াছে বা হইতে পারে।

(৩) কোনো বিমানের যাত্রা শুরুর পূর্ববর্তী ১২ (বারো) ঘণ্টার মধ্যে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান বা গ্রহণ করিয়াছেন এমন কোনো ব্যক্তি উক্ত বিমান চলাকালীন ক্রু-সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন না বা উক্ত দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতি গ্রহণমূলক কোনো কার্য সম্পাদন করিবেন না।

(৪) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা ফ্লাইট সার্ভিসের কোনো কার্যের দায়িত্বে থাকাকালে কোনো ব্যক্তি নিজেকে এমন অবস্থায় নিপতিত করিবেন না, যাহা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করিবার ফলে বা কোনো মাদক বা ঔষধ জাতীয় পদার্থ বা অন্য কোনো পদার্থ সেবন বা গ্রহণ বা ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং উক্ত অবস্থার কারণে তাহার দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা দুর্বল বা সীমাবদ্ধ হইয়াছে বা হইতে পারে।

(৫) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা ফ্লাইট সার্ভিস সংক্রান্ত যেকোনো কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দায়িত্ব পালন শুরুর পূর্ববর্তী ১২ (বারো) ঘণ্টার মধ্যে অ্যালকোহলযুক্ত কোনো পানীয় পান করিয়া থাকিলে তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন না।

৮৩। **আবহাওয়া সংক্রান্ত মিনিমা (Minima)**।—চেয়ারম্যান, প্রতিটি বিমানঘাঁটি, বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট এর জন্য আবহাওয়া সংক্রান্ত মিনিমা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৮৪। **মুক্ত বেলুন**।—চেয়ারম্যানের অনুমতি এবং প্রদত্ত শর্তাবলি অনুসরণ ব্যতিরেকে কোনো মুক্ত বেলুন উড়ানো যাইবে না।

৮৫। **স্থির বেলুন ও ঘুড়ি**।—(১) একটি নির্দিষ্ট বেলুন বা ঘুড়ি ৯১ (একানব্বই) মিটার বা ৩০০ ফুট এর বেশি নহে এমন উচ্চতায় উড়ানো যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানের অনুমতি এবং অনুমতিপত্রে প্রদত্ত শর্তাবলি অনুসরণ ব্যতীত কোনো নির্দিষ্ট বেলুন বা ঘুড়ি কোনো বিমানঘাঁটির ৪,০০০ মিটার বা ১৩,০০০ ফুট ব্যাসার্ধের মধ্যে বা ৯১ (একানব্বই) মিটার বা ৩০০ ফুট এর অধিক উচ্চতায় উড়ানো যাইবে না।

(২) একটি নির্দিষ্ট বেলুন বা ঘুড়ি চাক্ষুষ উড্ডয়নের শর্ত ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে উড়ানো যাইবে না।

৮৬। **এ্যারোনটিক্যাল মোবাইল রেডিও পরিষেবা**।—(১) কোনো ল্যান্ড স্টেশন, চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতীত, এ্যারোনটিক্যাল মোবাইল রেডিও পরিষেবায় নিযুক্ত হইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি এ্যারোনটিক্যাল মোবাইল রেডিও পরিষেবাতে রেডিও অপারেটর হিসাবে ল্যান্ড স্টেশনে নিযুক্ত হইবেন না, যদি না—

(ক) চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুসারে উক্ত দায়িত্ব পালনে তাহার এইরূপ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকে; এবং

(খ) চেয়ারম্যান তাহার নিযুক্ত হইবার বিষয়টি অনুমোদন করিয়া থাকেন।

৮৭। **পরীক্ষক বা অনুমোদিত কর্মকর্তাদের বহন ও বিদেশে তদন্তের খরচ**।—(১) চেয়ারম্যান ফ্লাইট অপারেশন ইন্সপেক্টর বা যেকোনো কর্মকর্তাকে অপারেটিং ক্রু, বিমান বা উহার যন্ত্রপাতি বা গ্রাউন্ড সাপোর্ট এর অপারেশন পরীক্ষণ, পরিদর্শন বা নিরীক্ষণ ক্ষমতা দিতে পারেন এবং উক্ত বিষয়ে অপারেটর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) এই বিধির অধীন অনুমোদিত যেকোনো কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিমানে আসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক, চেয়ারম্যানের নিকটকৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে, লাইসেন্স, সনদ বা অনুমোদনের মঞ্জুরি, ইস্যু বা নবায়নের উদ্দেশ্যে তদন্তের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে ভ্রমণের প্রয়োজন হইলে আবেদনকারীকে উক্ত ভ্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

৮৮। **পাইলট-ইন-কমান্ডের ক্ষমতা।**—(১) কনভেনশনের পরিশিষ্ট ২ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্যারা, ২.৩ এবং ২.৪ অনুযায়ী পাইলট-ইন-কমান্ড, প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণপূর্বক, নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:—

- (ক) তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন বিমানের অভ্যন্তরে বা বিমানের ফ্লাইট বা বিমানসংক্রান্ত অন্য কোনো বিষয়ে প্রযোজ্য আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধানাবলি পালন বা অনুসরণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, তাহার বিবেচনামতে প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ, যাহার অন্যতম হইতেছে বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে বিমান হইতে সরাইয়া দেওয়া বা অন্তরীণ বা হেফাজতে রাখা; এবং
- (খ) বিমানের অভ্যন্তরে বা উক্ত বিমানের ফ্লাইট বা বিমানসংক্রান্ত অন্য কোনো বিষয়ে প্রযোজ্য আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধানাবলি পালন বা অনুসরণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহার বিবেচনামতে যেকোনো যাত্রী বা ক্রু-সদস্য বা কার্গো আটকাইয়া রাখা।

(২) কোনো বিমানের অবস্থান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরে বা বাহিরে, যেখানেই হউক না কেন, বিমানটি ফ্লাইটে থাকাকালীন কোনো ব্যক্তি আইন বা এই বিধিমালা লঙ্ঘনক্রমে কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে বা উক্তরূপ অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যৌক্তিকভাবে সন্দেহ হইলে, বা তিনি উক্ত অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করিলে যে কোনো ক্রু-সদস্য উক্ত ব্যক্তিকে এইরূপে ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন যেইরূপে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৫৯ অনুসারে একজন সাধারণ মানুষ কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করিতে পারেন এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত ৫৯ ধারা অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮৯। **বিমানে বহনকৃত করা দলিলাদি।**—বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমান, উড্ডয়নের সময়, নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহ বহন করিবে, যথা:—

- (ক) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;
- (খ) এয়ারওর্ডিনেস সার্টিফিকেট;
- (গ) ক্রু-সদস্যের লাইসেন্স;
- (ঘ) যাত্রা লগবহি;
- (ঙ) রেডিও যন্ত্রপাতি দিয়া সজ্জিত বিমানের ক্ষেত্রে, বিমানের রেডিও স্টেশন লাইসেন্স;
- (চ) যাত্রী বিমানের ক্ষেত্রে যাত্রীগণের নাম, আগমন ও বহিঃগমনের যাত্রার স্থানের তালিকা এবং গন্তব্য;
- (ছ) কার্গোবাহী হইলে উক্ত কার্গোর একটি মেনিফেস্ট এবং বিস্তারিত ঘোষণা; এবং
- (জ) এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বর্ণিত অনুরূপ অন্যান্য দলিল।

৯০। **লগবহি**—চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিমানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লগবহিসমূহের ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিমানের জাতীয়তা ও নিবন্ধন চিহ্ন (Aircraft Nationality & Registration Marks)

৯১। **বাংলাদেশে বিমানের নিবন্ধন**—(১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে নিবন্ধিত সকল বিমানের নিবন্ধন বহি প্রস্তুত ও উহা হালনাগাদক্রমে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তাদি অনুসারে, কোনো বিমান নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, যথা:—

- (ক) বিমানটির মালিক; অথবা
- (খ) বিমানটি ভাড়া চুক্তি বা চার্টার বা ভাড়া ক্রয় চুক্তিসহ ইহার আওতাভুক্ত হইলে, উহার নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনের ক্ষমতা উক্ত চুক্তি বা চার্টার বা ভাড়া ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী যে পক্ষের উপর বর্তায়, উক্ত পক্ষ।

ব্যাখ্যা—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘যোগ্য ব্যক্তি’ অর্থে নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যথা:—

- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক; অথবা
- (খ) বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা; অথবা
- (গ) বাংলাদেশ নিবন্ধিত এইরূপ কোনো কোম্পানি, যাহা বাংলাদেশে উহার ব্যবসায় পরিচালনা করে; অথবা
- (ঘ) (ক) হইতে (গ) তে বর্ণিত কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানির নিকট বিমান লিজ প্রদান করিয়াছে এইরূপ বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি; অথবা
- (ঙ) কোনো বিদেশি কোম্পানি, যাহা বাংলাদেশ সরকার বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহিত বাংলাদেশে ব্যবসা বা কোনো চুক্তি করিয়াছে, যেখানে চেয়ারম্যানের মতে, উক্ত ব্যবসা অথবা চুক্তি ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত বিধানাবলি আবহাওয়া সংক্রান্ত কার্যে পাইলট বেলুন হিসাবে অথবা পেলোডহীন মনুষ্যবিহীন মুক্ত বেলুন হিসাবে ব্যবহৃত হয় উক্তরূপ বেলুনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৯২। **বিমানের স্বত্ব বা মালিকানা এর পরিবর্তন**—বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমানের কোনো স্বত্ব বা মালিকানার পরিবর্তন হইলে, উক্ত বিমানের নিবন্ধন সার্টিফিকেটে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য, উক্ত নিবন্ধন সনদধারী এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

৯৩। **বিজ্ঞাপন চিহ্ন।**—(১) এই বিধিমালা অনুসারে এবং চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি বা প্রয়োজন ব্যতীত কোনো বেসামরিক বিমান উহার বহিভাগের দৃষ্টিগোচর অংশে কোনো বিজ্ঞাপনী চিহ্ন বা অন্য কোনো ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করিবে না।

(২) বিমানের নাম ও উহার মালিকের নাম ও প্রতীকচিহ্ন বিমানে প্রদর্শন করা যাইতে পারে, তবে উক্ত নাম বা প্রতীকের অবস্থান, আকার, আকৃতি, এবং উহাতে ব্যবহৃত বর্ণ বা রং এমন হইবে না, যাহার ফলে বিমানটির জাতীয়তা ও নিবন্ধন নির্দেশক চিহ্নের সহজ শনাক্তকরণ ব্যাহত হয় বা উহাদের সহিত বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

(৩) রাষ্ট্রীয় বিমানে ব্যবহারযোগ্য কোনো চিহ্ন বা প্রতীক রাষ্ট্রীয় বিমান ব্যতীত অন্য কোনো বিমান ব্যবহার করিবে না।

৯৪। **বিদেশি বিমানের নিবন্ধন।**—কোনো বিমান কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে নিবন্ধিত থাকিলে, উহা এই বিধিমালার অধীনে নিবন্ধন করা যাইবে না।

৯৫। **বিমান বা উহার অংশবিশেষ আমদানি।**—সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শর্তপূরণ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি কোনো বিমান বা উহার অংশবিশেষ বা যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন না বা উক্ত বিমান বা উহার অংশবিশেষ বা যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে রাখিবেন না।

৯৬। **বিমান বা উহার অংশবিশেষ রপ্তানি।**—কোনো বিমানের নিবন্ধন বাতিল করা হইলে, উক্ত বিমানসহ উহার অংশবিশেষ বা যন্ত্রাংশ, যদি থাকে, এর রপ্তানি ও বাস্তব স্থানান্তর সহজীকরণের উদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) বিমানটির দেনা পরিশোধিত হইয়াছে কি না বা সংশ্লিষ্ট পাওনাদারের সহিত উক্ত পরিশোধের বিষয়ে এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে কোনো সিদ্ধান্ত বা চুক্তি হইয়াছে কি না; এবং

(খ) চেয়ারম্যান ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সময় সময়, আরোপিত শর্তাদি পূরণ করা হইয়াছে কি না।

৯৭। **নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।**—কনভেনশনভুক্ত অন্য কোনো রাষ্ট্র বা আইসিএও বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো নির্দিষ্ট বিমানের নিবন্ধন ও মালিকানা বিষয়ে কোনো তথ্য চাহিলে, উহা চাহিবামাত্র চেয়ারম্যান সরবরাহ করিবেন।

নবম অধ্যায়

বিমানের এয়ারওয়ার্থিনেস (Airworthiness of Aircraft)

৯৮। **কন্টিনিউয়িং এয়ারওয়ার্থিনেস সম্পর্কিত তথ্য।**—বিমান, ইঞ্জিন, পাখা এবং উহার আনুষঙ্গিক অংশবিশেষের কন্টিনিউয়িং এয়ারওয়ার্থিনেস সম্পর্কিত তথ্য, নকশা অনুমোদনকারী রাষ্ট্রকে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে অবহিত করিতে হইবে।

৯৯। **এয়ারওর্ডিনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ।**—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিল না করা পর্যন্ত এয়ারওর্ডিনেস সার্টিফিকেট বলবৎ থাকিবে।

(২) এয়ারওর্ডিনেস সার্টিফিকেটের বৈধতা এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এয়ারওর্ডিনেস রিভিউ সার্টিফিকেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১০০। **বিদেশি অপারেটর।**—(১) বাংলাদেশের ভূখণ্ডে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোনো বিমানের বড় ধরনের ক্ষতি বা ত্রুটি দেখা দিলে, চেয়ারম্যান উহার সত্যতা নিশ্চিত করিয়া বিমানটির উড্ডয়নে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে উক্ত বিমানের উড্ডয়ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইলে, চেয়ারম্যান কর্তৃক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে, তাহার তথ্য এবং ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট উক্ত বিমানের নিবন্ধনের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুসারে কোনো বিমান নিবন্ধনের দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যানকে নিম্নরূপে অবহিত না করেন, ততক্ষণ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করা হইবে না, যথা:—

(ক) যেই ক্ষতি বা ত্রুটি চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহা সংশোধন করা হইয়াছে;

(খ) যেই ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে বা ত্রুটি পাওয়া গিয়াছে বা নিশ্চিত করা হইয়াছে, তাহা এমন প্রকৃতির নহে, যাহা কনভেনশন অনুসরণে গৃহীত সুরক্ষা গ্রহণে ন্যূনতম শর্তাবলি পালনে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে; বা

(গ) যে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, বিমানটিকে এমন জায়গায় যাত্রী ব্যতিরেকেই উড়িতে দেওয়া উচিত যেখানে এটি একটি বায়ু উপযোগী অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে।

(৪) আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করিবার ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান বিমানের পরিচালনার উপর এইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারেন যাহা তাহাকে বিমানের নিবন্ধনকারী দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবহিত করিয়াছে।

১০১। **বাংলাদেশের বাহিরে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ।**—বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমান বাংলাদেশের বাহিরে থাকা অবস্থায় চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উড্ডয়ন করিতে পারিবে না।

১০২। **রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিধান।**—(১) কোনো অপারেটর, ভাড়া বা প্রতিদানের জন্য, কোনো বিমান অপারেশনে নিযুক্ত থাকিলে বা নিয়োজিত হইবার প্রস্তাব দিলে, উক্ত অপারেটর তাহার নিজের কিংবা দেশি-বিদেশি অন্যের বিমান বা উহার কম্পোনেন্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, চেয়ারম্যান এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদিত একটি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে,

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা না হইলে সেইক্ষেত্রে সমজাতীয় কোনো বাংলাদেশি সংস্থার সহিত বাধ্যতামূলক চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

(৩) দেশের বাহিরে অবস্থিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও ওভারহল সংস্থায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমানের বা উহার যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত বা ওভারহল কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে, চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে Certificate of Approval গ্রহণ বা নবায়ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিমান বা উহার যন্ত্রাংশ European Union Aviation Safety Agency (EASA) অথবা Federal Aviation Administration (FAA) কর্তৃক অনুমোদিত রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থার Certificate of Approval চেয়ারম্যান কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি Certificate of Acceptance প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে চেয়ারম্যান তাহার যোগ্য প্রতিনিধি দ্বারা উক্ত বিদেশি প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করাইবেন এবং Certificate of Acceptance বা Certificate of Approval এর মেয়াদের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে চেয়ারম্যান তাহার যোগ্য প্রতিনিধি দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিদেশি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া উহার প্রতিপালন (compliance) নিশ্চিত সাপেক্ষে প্রত্যেকবার ২ (দুই) বছরের জন্য উহা নবায়ন করিতে পারিবেন।

১০৩। **বিদেশি নিরীক্ষণের খরচ।**—লাইসেন্স এবং Certificate of Approval এর অনুমোদন, ইস্যু বা নবায়নের উদ্দেশ্যে, চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট কৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে, উহার কোনো নিরীক্ষণের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে ভ্রমণের প্রয়োজন হইলে, সেইক্ষেত্রে আবেদনকারীকে উক্ত ভ্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে হইবে।

১০৪। **বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিমানের ক্ষতি।**—(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমান বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উহার ক্ষতি মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমান কনভেনশনের পক্ষভুক্ত অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত রাষ্ট্রের যথাযথ এভিয়েশন কতৃপক্ষ উক্ত বিমান পরিচালনা বিষয়ে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করিলে, বিমানটির পাইলট-ইন-কমান্ড উক্ত বিধি-নিষেধ বা নির্দেশ পালন করিবেন।

(৩) উক্ত বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ড এবং অপারেটরের যৌথ দায়িত্ব হিসাবে বিস্তারিত বিবরণসহ বিষয়টি সম্পর্কে অনতিবিলম্বে চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবে এবং চেয়ারম্যান উক্ত রাষ্ট্রের যথাযথ কতৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়া, উক্ত পরিস্থিতিতে, বিমানটি পরিচালনা করিবার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

দশম অধ্যায়

ফ্যাসিলিটেশন (Facilitation)

১০৫। **ফ্যাসিলিটি সংক্রান্ত সাধারণ বিধান।**—বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সুরক্ষা, ধারাবাহিকতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ, বিশেষত বিমানের ক্রু-সদস্য, যাত্রী এবং কার্গো চলাচলের বিষয়ে বিলম্ব পরিহারের উদ্দেশ্যে, চেয়ারম্যান, কনভেনশনের পরিশিষ্ট-৯ অনুসারে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যথা:—

- (ক) কোনো বেসামরিক বিমানবন্দরে ফ্লাইটের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্য কোনো আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কাস্টমস), ইমিগ্রেশন স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইত্যাদির সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা; এবং
- (খ) নির্বিঘ্নভাবে সকল ফ্লাইটের পরিচালনা সহজীকরণের (Facilitation) জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা।

১০৬। **সরকারি দপ্তর, ইত্যাদির দায়িত্ব।**—কোনো বেসামরিক বিমানবন্দরে অন্য কোনো আইনের অধীন সরকারি দপ্তর বা অন্য কোনো সংস্থার কর্মকর্তা বা কর্মচারী দায়িত্বরত থাকিলে, তিনি তাহার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং কনভেনশন, বিশেষত কনভেনশনের পরিশিষ্ট-৯ অনুসারে বাংলাদেশের দায়বদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

১০৭। **সংক্রমণযোগ্য ব্যাধির বিস্তার প্রতিরোধ।**—বিমান চলাচলের মাধ্যমে সংক্রমণযোগ্য ব্যাধির বিস্তার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান International Health Regulations (IHR) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক কতৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ব্যাখ্যা—এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “সংক্রমণযোগ্য ব্যাধি” অর্থে কলেরা, Typhus (Epidemic), জলবসন্ত (small pox), Yellow Fever, Plague, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Bird Flue (H5N1), Virus, Swine Influenza (H1N1), Middle East Respiratory Syndrome (MERS-COV), Corona Virus, Ebola Virus Disease (EVD), Zika Virus, SARS Cov2, Corona Virus Disease-19 (Covid-19) এবং অন্য কোনো সংক্রমণযোগ্য ব্যাধিকে বুঝাইবে, যাহা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, এতৎসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের সহিত সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরামর্শক্রমে বিমান চলাচলের মাধ্যমে সংক্রমণযোগ্য ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত।

১০৮। **আইন ও বিধি-বিধানের প্রযোজ্যতা।**—কনভেনশনভুক্ত কোনো রাষ্ট্রের বিমান আন্তর্জাতিক চলাচলে নিয়োজিত থাকিলে, বাংলাদেশে উহার প্রবেশকালে বা প্রস্থানকালে, বা পরিচালনা ও চলাচল করিলে, উক্ত বিমানের জাতীয়তা নির্বিশেষে, আইন ও বিধি-বিধান চেয়ারম্যান কর্তৃক সমভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে এবং উক্ত বিমান বাংলাদেশে প্রবেশকালে বা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানকালে বা বাংলাদেশে অবস্থানকালে উক্ত আইন ও বিধি-বিধান মানিয়া চলিবে।

১০৯। **জাতীয় বিমান চলাচল সহজীকরণ কমিটি।**—সরকার ‘জাতীয় বিমান চলাচল সহজীকরণ কমিটি [National Air Transport Facilitation Committee (NATFC)]’ শীর্ষক একটি কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১১০। **জাতীয় বিমান চলাচল সহজীকরণ কর্মসূচি।**—(১) এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান, কনভেনশনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং NATFC এর সহিত আলোচনাক্রমে, জাতীয় বিমান পরিবহন সহজীকরণ কর্মসূচি [National Air Transport Facilitation Programme (NATFP)] গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত, চেয়ারম্যান, NATFC এর সহযোগিতায়—

- (ক) বেসামরিক বিমানবন্দরের জন্য NATFC কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করিতে পারিবেন; এবং
- (খ) উক্ত উপকমিটি বা উপকমিটিসমূহের কার্যপরিধি নির্ধারণ এবং নির্দেশনা জারি করিতে পারিবেন।

১১১। **এয়ার ট্রান্সপোর্টেশন।**—(১) কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিমান ব্যতীত, অন্য সকল বিমানের ফ্লাইট, উহা ব্যক্তিগত বা সর্বসাধারণের কার্যে ব্যবহৃত, বা শিডিউল, নন-শিডিউল, অথবা উহার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা হইতে প্রস্থান, বা উক্ত সীমায় প্রবেশ বা অবতরণ যাহাই হউক না কেন, উহা আইন, বিধি এবং, সময় সময়, জারীকৃত এএনও অনুসারে পরিচালিত হইবে।

(২) কোনো বিমান বাংলাদেশের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করিলে, উক্ত বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ড বা তাহার প্রতিনিধি, চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিত ছাড়পত্র বা সমরূপ দলিলাদি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিমানবন্দর হইতে যাত্রা শুরু করিবে না।

(৩) এভিয়েশন খাতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান Rules of Business, 1996 অনুযায়ী সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত Air Services Agreement (ASA), Memorandum of Understanding (MoU) অথবা অনুরূপ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা প্রণয়ন, সম্পাদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন করিবেন এবং উক্ত ব্যবস্থাসমূহের আওতায় Traffic Rights, Designation, Route Schedule, Frequency, Capacity, Code Share, Cooperative Marketing Arrangement এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক বিষয়াদি চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত হইবে।

(৪) এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত Foreign Air Operator's Permit (FAOP) ব্যতীত কোনো বিদেশি এয়ার অপারেটর বাংলাদেশে তফসিলভুক্ত (Scheduled) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৫) FAOP প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত একটি কার্যকর Air Services Agreement (ASA) বিদ্যমান থাকিতে হইবে এবং উক্ত বিদেশি এয়ার অপারেটরের Designation এবং প্রযোজ্য Traffic Rights থাকিতে হইবে।

(৬) বিদেশি এয়ার অপারেটরকে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত Safety, Security এবং Operational Requirements পূরণ করিতে হইবে।

(৭) FAOP প্রদানের পূর্বে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট এয়ার অপারেটরের Principal Base Station, Place of Effective Management এবং Operational Base পরিদর্শন করিবেন এবং উক্ত পরিদর্শনের ফলাফল সন্তোষজনক না হইলে অনুমোদন প্রদান স্থগিত বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-বিধি ৭ এ উল্লিখিত পরিদর্শনের সকল ব্যয়ভার উক্ত বিদেশি এয়ার অপারেটরের আবেদনকারী বহন করিবেন।

(৯) আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ তফসিলভুক্ত ফ্লাইট পরিচালনার জন্য সকল দেশীয় ও বিদেশি এয়ার অপারেটরকে এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং দেশীয় অপারেটরদের অনুকূলে প্রতিবছর Summer Schedule ও Winter Schedule এর জন্য Frequency Allocation চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদান করা হইবে।

(১০) সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে IATA Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), আইসিএও Standards এর আলোকে চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সময়সূচি ভিত্তিক অবতরণ ও উড্ডয়ন স্লটের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স বা অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নন-সিডিউল বা বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার জন্য Operation Services Provider কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(১২) Operation Services Provider এর কার্যক্রম চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক তদারকি, মূল্যায়ন ও পরিদর্শনযোগ্য হইবে।

১১২। প্রামাণিক দলিলের প্রয়োজনীয়তা।—(১) সকল এয়ারলাইন অপারেটর, কনভেনশন অনুসারে, বাংলাদেশে তাহাদের বিমানের প্রবেশ ও প্রস্থানের ছাড়পত্রের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট ইংরেজিতে প্রয়োজনীয় নথি জমা প্রদান করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো যাত্রী আরোহণ বা অবতরণ না করাইয়া কেবল জিনিসপত্র বোঝাই বা ভারমুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে সাধারণ ঘোষণার অনুলিপি ব্যতীত বিমানের কোনো নথি চেয়ারম্যানের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে না।

১১৩। নিরাপত্তা বিষয়ক বিধানাবলি।—(১) বিমানে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, বিস্ফোরক বা বিপজ্জনক দ্রব্য বহন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বহনকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং বিপজ্জনক পণ্য সম্পর্কে অপারেটরের নিকট ঘোষণা করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাসহ যেকোনো অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক বিমানে অস্ত্র বহন করা যাইবে।

একাদশ অধ্যায়

এ্যারোনটিক্যাল টেলিযোগাযোগ (Aeronautical Telecommunication)

১১৪। এ্যারোনটিক্যাল টেলিযোগাযোগ সার্ভিস।—(১) বেসামরিক বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটি এবং হেলিপোর্টে এয়ার নেভিগেশন সার্ভিস এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে, চেয়ারম্যান বিমান চলাচলের সুরক্ষা, দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডিও নেভিগেশন এইডস ও নজরদারি ব্যবস্থাসহ এ্যারোনটিক্যাল টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি এবং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, এ্যারোনটিক্যাল টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি, পরিচালনার পদ্ধতি, কার্যপ্রণালি, কোড ও প্রটোকলের বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমরূপতা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) এই বিধিমালার অধীন বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটির লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হইয়া থাকিলে, উক্ত বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটি বা সংশ্লিষ্ট স্থানে উক্ত লাইসেন্সধারী বা সার্টিফিকেটধারী যাহাতে এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুরক্ষিত, দক্ষ এবং ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত এয়ার নেভিগেশন সেবা প্রদান করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে, চেয়ারম্যান উক্ত লাইসেন্সধারী বা সার্টিফিকেটধারীকে যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ নেভিগেশন এইডস ও নজরদারি ব্যবস্থাসহ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পারমিট প্রদান করিতে পারিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

এয়ার ট্রাফিক সার্ভিসেস (Air Traffic Services)

১১৫। এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের দায়িত্ব।—(১) কনভেনশন এবং উহার পরিশিষ্টসমূহ অনুসারে এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস (এটিএস) প্রদানের দায়িত্ব হইবে চেয়ারম্যানের।

(২) চেয়ারম্যানের অনুমোদন ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অনুমোদন প্রদানের পদ্ধতি চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১১৬। **এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের এলাকা।**—নিম্নবর্ণিত এলাকায় এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদান করা হইবে, যথা:—

(ক) বিধি ১১৫ অনুসারে অন্য কোনো রাষ্ট্রকে এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় উহা ব্যতীত সকল বেসামরিক বিমানঘাটি, বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট এবং বাংলাদেশের সম্পূর্ণ আকাশসীমা।

(খ) আঞ্চলিক বিমান চলাচল চুক্তি অনুসারে গভীর সমুদ্রের উপরস্থ আকাশসীমার (airspace over high seas) যে এলাকায় এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের জন্য বাংলাদেশকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

১১৭। **এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের দায়িত্ব অন্য রাষ্ট্রকে অর্পণ।**—(১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আকাশসীমার কোনো অংশে বা বিমানের জন্য নির্ধারিত বিমান পথের কোনো অংশে চলাচলকারী বিমানের সুরক্ষা এবং উক্ত আকাশসীমার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, চেয়ারম্যান, এতৎবিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত, এবং আরোপিত বাধানিষেধ ও অনুমোদন সাপেক্ষে, আকাশ সীমার উক্ত অংশে বা বিমান পথে বা বিমান পথের অংশে এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের দায়িত্ব অন্য কোনো রাষ্ট্রকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব অর্পণ শুধুমাত্র কারিগরি ও পরিচালনা বিষয়ে সীমিত থাকিবে এবং কোনোক্রমেই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না।

১১৮। **ক্লান্তিজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Fatigue Risk Management System (FRMS))**—(১) এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত ব্যক্তি যাহাতে তাহার দায়িত্ব পালনকালে কার্যকর ও দক্ষভাবে সার্ভিস প্রদান করিতে পারেন এবং পর্যাপ্ত সতর্কতা ও সক্ষমতা সহকারে দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ একটি ক্লান্তিজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FRMS) প্রণয়ন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ভিত্তি হইবে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সূত্র, প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, কনভেনশনের পরিশিষ্ট ১১ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলপত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue)

১১৯। **অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংক্রান্ত সেবা।**—(১) বাংলাদেশের আকাশসীমায় অবস্থিত বিপদাপন্ন কোনো বিমান (Aircraft in Distress) অথবা বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি বা উভয়কে সময়মত সহায়তা প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, চেয়ারম্যান, একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধার সেবা কার্যক্রম Search and Rescue (SAR) Services সচল রাখিবেন এবং উক্ত অনুসন্ধান ও উদ্ধার সেবা কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) উক্ত সেবা ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার জন্য প্রস্তুত রাখা ও উহার মাধ্যমে কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান;

- (খ) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সহায়তা বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের সহযোগিতা গ্রহণ; এবং
- (গ) নিম্নবর্ণিত এলাকায় উক্ত সেবা পরিচালিত হইবে, যথা:—
- (অ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমাসহ বাংলাদেশের সমগ্র এলাকা; এবং
- (আ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার বাহিরে গভীর সমুদ্র এলাকার এমন অংশ, যাহার বিষয়ে চেয়ারম্যান কোনো আঞ্চলিক বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।
- (২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত চেয়ারম্যান নিম্নবর্ণিত বিষয়ে এএনও, আদেশ এবং নির্দেশনা জারি করিতে পারিবেন, যথা:—
- (ক) SAR সার্ভিস প্রদানের পদ্ধতি; এবং
- (খ) কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষত প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ, কোস্ট গার্ড, ফায়ার ব্রিগেড, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, পুলিশ ইত্যাদির নিকট হইতে সহায়তা ও সেবা গ্রহণ এবং উহাদিগকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি।
- (৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ চেয়ারম্যানের চাহিদা মোতাবেক যথাযথ সহায়তা ও সেবা প্রদান করিবেন।
- (৪) SAR সার্ভিস ব্যবস্থায়—
- (ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—
- (অ) একটি আইনী কাঠামো;
- (আ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী;
- (ই) প্রাপ্য সম্পদের সঠিক সমন্বয় সাধন;
- (ঈ) পর্যাপ্ত যোগাযোগ সুবিধা; এবং
- (উ) একটি সংগঠিত ও দক্ষ জনবল; এবং
- (খ) দফা (ক) এ বর্ণিত বিষয়াবলির সর্বোত্তম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা:—
- (অ) কর্তৃপক্ষের নিজস্ব উদ্ধার কার্য সমন্বয় কেন্দ্র Rescue Coordination Centre (RCC) সর্বদা সচল রাখা এবং উহার অধীনে এক বা একাধিক রেসকিউ ইউনিট গঠন ও সচল রাখা;

(আ) বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ই) যৌথভাবে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব, যৌথ উদ্ধার সমন্বয় কেন্দ্র (Joint Rescue Coordination Centre) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রেরণ ও তদনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৫) কোনো ক্ষেত্রে RCC এবং MRCC (Maritime Research Centre) একই এলাকায় কার্যরত থাকিলে উভয় কেন্দ্রের কার্যাবলিতে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রায় সমন্বয় রক্ষা করা।

(৬) RCC এবং MRCC এর কাজের মধ্যে পারস্পরিক সংগতি ও সহযোগিতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, কর্তৃপক্ষ উহার আওতাধীন RCC এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড উহার আওতাধীন MRCC কে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করিবেন।

(৭) কোনো ক্ষেত্রে, ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত যৌথভাবে সার্ভিস প্রদান করা হইলে উহার সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৮) চেয়ারম্যান—

(ক) কোনো বিপদাপন্ন বিমান অথবা কোনো ব্যক্তিকে অথবা এতৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তিকে, জাতীয়তা বা মর্যাদা বা দুর্দশাগ্রস্ততার পরিস্থিতি নির্বিশেষে সহায়তা প্রদান করিবেন;

(খ) বিমানের মালিক বা যে দেশে বিমানটি নিবন্ধিত সেই দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বিপদাপন্ন বিমানটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৯) SAR সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান—

(ক) বিমান দুর্ঘটনা পরবর্তী উদ্ধার কার্যের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কার্যে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের সহিত সমন্বয় করিবেন;

(খ) এতৎসংশ্লিষ্ট আইনের অধীন, সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য অন্য কোনো দেশের SAR সার্ভিস ইউনিটকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন;

(গ) দফা (খ) এর অধীন প্রদত্ত অনুমতিপত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, SAR সার্ভিস প্রদানের এলাকা, স্থান, মেয়াদ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখ করিবেন;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ এর SAR সার্ভিস প্রদানকারী কোনো ইউনিটকে বাংলাদেশ হইতে অন্য কোনো দেশে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ঙ) সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক অন্য কোনো SAR ইউনিটকে SAR সার্ভিস প্রদানের জন্য অন্য দেশে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(১০) বেসামরিক বিমান পরিবহনের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং SAR সার্ভিস প্রদানের সক্ষমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর অধীন সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক, কনভেনশনের পক্ষভুক্ত অন্য কোনো রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক বা যেকোনো ব্যবস্থায় আবদ্ধ হইবে।

(১১) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা পালন সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের RCC কে এই মর্মে ক্ষমতা প্রদান করিবেন যে, অন্য কোনো সংস্থার উদ্ধারকার্য সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত RCC সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সহায়তা প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় বিমান, বা অন্য কোনো যান, জনবল ও যন্ত্রপাতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(১২) SAR সার্ভিস কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, চেয়ারম্যান বাংলাদেশের SAR সার্ভিস ইউনিট এবং অন্য কোনো প্রতিবেশী দেশসমূহের SAR সার্ভিস ইউনিট সহযোগে যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(১৩) সমুদ্রে SAR সার্ভিস কার্যক্রমে সহায়তা গ্রহণ বা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করিয়া বা বাংলাদেশের অন্যান্য সংস্থা বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া, চেয়ারম্যান এক বা একাধিক Ship Reporting System প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন অথবা Automated Mutual Assistance Vessel Rescue (AMVER) System বা Regional Ship Reporting System এর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন।

(১৪) এই উপ-বিধির দফা (ক) হইতে (ঘ) এ বর্ণিত কোনো এলাকায় কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটিলে, চেয়ারম্যান, প্রয়োজনীয় তদন্তের পর দুর্ঘটনাস্থল সংশ্লিষ্ট নকশায় চিহ্নিত করিবেন এবং অতঃপর বিমান দুর্ঘটনার ধ্বংসাবশেষ সরাইয়া বা তুলিয়া ফেলিবেন বা নিশ্চিত করিবেন, যদি দুর্ঘটনাস্থল এমন একটি স্থান হয় যাহা—

- (ক) আঞ্চলিক সমুদ্রসীমাসহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার এলাকাভুক্ত; অথবা
- (খ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা বহির্ভূত সমুদ্র এলাকায় অবস্থিত, কিন্তু এয়ার নেভিগেশন সংক্রান্ত কোনো আঞ্চলিক চুক্তির আওতায় উক্ত এলাকায় SAR সার্ভিস প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; অথবা
- (গ) সমুদ্রের এমন এলাকায় অবস্থিত যে, বিমানের ধ্বংসাবশেষের কারণে দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়িতে পারে; অথবা
- (ঘ) পরবর্তীতে উক্ত এলাকায় কোনো অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে।

(১৫) দুর্ঘটনাস্থল হইতে ধ্বংসাবশেষ সরানো বা তুলিয়া ফেলা বা নিশ্চিত করাসহ উক্ত দুর্ঘটনার সূত্রে প্রদত্ত SAR সার্ভিসের অন্যান্য ব্যয় বহনের দায়িত্ব দুর্ঘটনা কবলিত বিমানের মালিক বা অপারেটর এর এবং তদনুসারে উক্ত মালিক বা অপারেটরের নিকট হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে।

(১৬) কোনো বিমানে জরুরি পরিস্থিতি বিদ্যমান বলিয়া মনে করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে উক্ত পরিস্থিতি অবলোকনকারী ব্যক্তি বা সংস্থা তৎক্ষণাৎ বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বা সম্ভব হইলে কর্তৃপক্ষ এর RCC Unit কে অবহিত করিবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিমান দুর্ঘটনা ও ঘটনার মারাত্মক তদন্ত (Aircraft Accident and Serious Incident Investigation)

১২০। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়ন।—(১) বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, চেয়ারম্যান বিমান দুর্ঘটনা, মারাত্মক ঘটনা ও সকল ঘটনার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক তদন্ত (Regulatory Investigation) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ তদন্ত কনভেনশনের পরিশিষ্ট ১৩ এর আওতাধীন হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদন্তের পদ্ধতি চেয়ারম্যান এএনও দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটর এবং অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিমানঘাটি (Aerodromes)

১২১। এরোপ্লেন (Aeroplane) উড্ডয়ন ও অবতরণে বিধি-নিষেধ।—কোনো ব্যক্তি জলসীমাসহ বাংলাদেশের ভূখন্ডের অভ্যন্তরে কোনো স্থানে, যদি না স্থানটি একটি বেসামরিক বিমানঘাটি বা বিমানবন্দর হয়, কোনো এরোপ্লেন উড্ডয়ন বা অবতরণ করাইতে পারিবেন না।

১২২। বেসামরিক বিমানঘাটি বা বিমানবন্দরের ব্যবহার।—(১) বেসামরিক বিমানঘাটি বা বিমানবন্দর নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে, যথা:—

- (ক) সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে, যাহার অর্থ এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, সর্বসাধারণের জন্য এবং বাংলাদেশে বা আইসিএও এর কোনো সদস্য রাষ্ট্রে নিবন্ধিত কোনো বিমানের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে; এবং
- (খ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে, যাহার অর্থ এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহা কেবল লাইসেন্স দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর, যাহা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা যাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হউক, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে, যথা:—

(ক) অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য; এবং

(খ) আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য।

(৩) চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরকে, অভ্যন্তরীণ হইতে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করিতে পারিবে।

১২৩। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের বিমান কর্তৃক বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর ব্যবহারের প্রাপ্যতা (Availability)।—আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, একটি অনুমোদিত অথবা লাইসেন্সধারী বা সার্টিফিকেটধারী বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর, যাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিমান, দ্বারা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত, তাহা একই পরিমাণ চার্জ প্রদান এবং শর্ত পালনসাপেক্ষে, অন্য কোনো চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের জাতীয়তার পরিচয়বাহী বা অধিকারী বিমান দ্বারা ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি অবস্থা ব্যতীত, কোনো বিমান কর্তৃক ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত নহে সেই কারণে বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত এবং এয়ারোটিক্যাল তথ্য প্রকাশনায় প্রকাশিত নির্দিষ্টকৃত সময়ে কোনো বিমান উক্ত বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে অবতরণ করিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বিধান সত্ত্বেও, জরুরি অবস্থা ব্যতীত কোনো বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর শিডিউল বা চার্টার ফ্লাইটের উদ্ভয়ন বা অবতরণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে তবে, উক্তরূপ ব্যবহারের জন্য চেয়ারম্যান, ক্ষেত্রমত, বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের লাইসেন্সধারী বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে এবং উক্তরূপ অনুমোদনে উল্লিখিত শর্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

১২৪। বিমান চলাচলের সুরক্ষা, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, বিমানের শব্দ, ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় কমিটি।—বিমান চলাচলের সুরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা, বিমানের শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অথবা আগ্রহী সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধার্থে এবং বিমান চলাচলের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে উদ্ভূত সৃষ্ট সমস্যা অথবা দ্বন্দ্বের নিরসন করিবার জন্য, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কার্যপরিধি উল্লেখপূর্বক, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন করিবে।

১২৫। বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।—(১) সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক লাইসেন্সকৃত ও সার্টিফাইড হইতে হইবে।

(২) চেয়ারম্যান সকল বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করিবেন এবং উহাদের ব্যবহারের শর্তাবলি নির্ধারণ করিবেন।

(৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক লাইসেন্সকৃত বা, ক্ষেত্রমত, সার্টিফিকেটকৃত সকল বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে এবং লাইসেন্স বা, ক্ষেত্রমত, সার্টিফিকেট ও এই বিধি অনুসরণপূর্বক লাইসেন্সধারী বা, ক্ষেত্রমত, সার্টিফিকেটধারী কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান এই মর্মে নিশ্চিত করিবেন যে, কনভেনশনের Article 28 এর অধীনে বর্ণিত বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর পরিষেবাসমূহ, সময় সময়, সুপারিশকৃত বা প্রবর্তিত কনভেনশনের মানদণ্ড এবং সুপারিশ অনুসারে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের সুবিধার্থে সকল বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে প্রদান করা হইতেছে।

১২৬। **নির্দেশনা ও আদেশ জারি।**—এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান, সময় সময়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের সুরক্ষিত, নিরাপদ, নিয়মিত এবং দক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশনা এবং আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

১২৭। **বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**—(১) সর্বসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে মানুষ প্রবেশের শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ এবং অব্যাহতি এনও দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের সুরক্ষা, শৃঙ্খলা বা যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য, বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান উক্ত বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে অন্য যেকোনো ব্যক্তির প্রবেশ রহিত করিতে বা উক্ত ব্যক্তিকে বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর হইতে বহিষ্কারাদেশ দিতে পারিবেন।

১২৮। **ফি ও চার্জ।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে কোনো যাত্রী, কোনো বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর ব্যবহারের জন্য, সময় সময়, আরোপিত ফি এবং চার্জ পরিশোধ ব্যতীত কোনো বিমানে আরোহণ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রদেয় ফি এবং চার্জ প্রদান হইতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন, যথা:

- (ক) পারিষদবর্গসহ রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ;
- (খ) রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে বাংলাদেশে সফররত মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ;
- (গ) বাংলাদেশে প্রবেশ করা একই নম্বরের ফ্লাইটে বা পরবর্তী সহজলভ্য ফ্লাইট, যাহাতে গন্তব্যে পৌছাইতে হইবে, এইরূপ ফ্লাইটে প্রস্থানকারী ট্রানজিট যাত্রী, যদি তাহাদের অবস্থান ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার অধিক না হয়;
- (ঘ) ২ (দুই) বৎসরের কম বয়সী শিশু; এবং
- (ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান কর্তৃক এই ধরনের অর্থ প্রদান হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণি।

১২৯। বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর এলাকায় প্রাণী ও দ্রব্যাদির প্রবেশ, অবস্থান ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা।—চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি—

- (ক) বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের যেকোনো অংশে কোনো প্রাণীকে প্রবেশ করিতে দিতে বা তাহার নিয়ন্ত্রণে বা দখলে রাখিতে পারিবেন না;
- (খ) বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের এলাকায় কোনো প্রাণীর মৃতদেহ বা তাহার অংশ বা অন্য কোনো উপাদান নিক্ষেপ করিতে বা করাইতে কিংবা সংরক্ষণ করিতে বা করাইতে পারিবেন না।

১৩০। বাধা সীমাবদ্ধকারী তল [Obstructions Limitation Surfaces (OLS)] এলাকার মধ্যে অবস্থিত ভবন বা কাঠামো বা বৃক্ষের উচ্চতা বিষয়ে এবং OLS এলাকার বাহিরে ভবন বা কাঠামো, ইত্যাদি নির্মাণে বিধি-নিষেধ।—(১) চেয়ারম্যান সকল বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের চতুর্দিকে বাধা সীমাবদ্ধকারী তল এলাকা সুনির্দিষ্ট করিবেন এবং এতৎসংক্রান্ত বাধা সীমাবদ্ধকারী তল এলাকার বিস্তারিত বিবরণ বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রচার করিবেন।

(২) চেয়ারম্যানের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, বাধা সীমাবদ্ধকারী তল প্ল্যান এলাকার বাহিরে ১৪৫ (একশত পঁয়তাল্লিশ) মিটারের অধিক উচ্চতার ভবন বা কাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যমান কোনো ভবন বা কাঠামোর সম্প্রসারণ করিতে পারিবেন না এবং বাধা সীমাবদ্ধকারী তল প্ল্যান এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোনো ভবন বা কাঠামো বৃক্ষের উচ্চতা, উক্ত তলের উচ্চতাকে অতিক্রম করিতে দিবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিধি ১০ এবং উপ-বিধি (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে, চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ খরচে, ভবন বা কাঠামোটি ভাঙিয়া ফেলিবার বা অপসারণ করিবার বা ভবন বা কাঠামোর আকার বা বৃক্ষের উচ্চতা হ্রাস করিবার নির্দেশনা প্রদানপূর্বক ৭ (সাত) দিনের নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে জারীকৃত নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সরকারের অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় বা সহায়তা ব্যতিরেকে, জারীকৃত নির্দেশনাটি কার্যকর করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো ভবন বা কাঠামো ভাঙিয়া ফেলা বা অপসারণ বা বৃক্ষের অতিরিক্ত অংশ অপসারণের পর, চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি—

- (ক) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে উক্ত ধ্বংস বা অপসারণ কার্যে যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন; এবং
- (খ) দফা (ক) এর অধীন কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো পাওনা অর্থ অনাদায়ী থাকিলে উহা সরকারি দাবি হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No.III of 1913) এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

১৩১। বেড়া বা প্রতিবন্ধকতা দ্বারা সুরক্ষা।—(১) বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরের বাহিরে অবস্থিত গ্রাউন্ড ইনস্টলেশন ও সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে, বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের—

- (ক) বহিঃ সীমানায় এবং প্রয়োজনে, উহার অভ্যন্তরের কোনো নির্দিষ্ট এলাকায়; এবং
- (খ) বিমান চলাচলের সুরক্ষার জন্য আনুষঙ্গিক গ্রাউন্ড ইনস্টলেশন এবং সুবিধাদি সংবলিত, বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের বাহিরের এমন এলাকায় বেড়া বা উপযুক্ত প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত এলাকায় কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করিতে বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীকে প্রবেশ করাইতে অথবা বেড়া বা প্রতিবন্ধকতার কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

১৩২। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বস্তু।—(১) কোনো ব্যক্তি—

- (ক) বেড়া বা প্রতিবন্ধকতা দ্বারা চিহ্নিত কোনো হেলিপোর্ট বা বিমানঘাঁটি অথবা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে; বা
- (খ) কোনো হেলিপোর্ট বা বিমানঘাঁটি অথবা বিমানবন্দরের চিহ্নিত এলাকার সন্নিহিতে; বা
- (গ) বাংলাদেশের আকাশসীমায় চলাচল করে এইরূপ বিমানপথে কোনো বস্তু রাখিবেন না বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে রাখিতে উৎসাহিত করিবেন না বা নিজে উড়ানো বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উড়াইতে দিবেন না, যদি এই ধরনের বস্তু নেভিগেবল এয়ারস্পেসে চলাচলকারী কোনো বিমানের জন্য কোনো বাধা বা বিপত্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে বা এইরূপ সম্ভাবনা তৈরি করিয়া থাকে অথবা যদি সেই বস্তুটি এমন ধোঁয়া, আগুন, ক্ষতিকারক রশ্মি বা গ্যাসীয় প্রবাহ নির্গত করে, যাহা দ্বারা উক্ত বিমানের জন্য প্রতিবন্ধকতা বা বিপত্তি সৃষ্টি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে চেয়ারম্যান—

- (ক) উক্ত বস্তু যাহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে তাহাকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত বস্তু বা তাহার অংশবিশেষ অপসারণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা
- (খ) নির্ধারিত শর্ত প্রতিপালন করিয়া বস্তুর উপর লাইট স্থাপন ও পরিচালনা করিবার নির্দেশসহ নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নোটিশ মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তায় বা সহায়তা ব্যতীত, উক্ত বস্তুর জায়গায় প্রবেশ এবং নির্দেশনা কার্যকর করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে নির্দেশনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান, Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর অধীনে সরকারি পাওনা হিসাবে খরচকৃত অর্থ আদায়ের জন্য একটি প্রক্রিয়া শুরু করিবেন।

১৩৩। **বিপজ্জনক আলো আড়ালকরণ।**—(১) যদি আলোর নির্গমন বা সংকেত দ্বারা, বিমান হইতে বা বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে বা হেলিপোর্টে বা বিমান পথে বা উহার সুবিধাদিতে, একদৃষ্টি বা বিভ্রান্তি বা সুস্পষ্ট ধারণায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে, বিমানের সুরক্ষা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কোনো ব্যক্তি, কোনো বেসামরিক বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে বা হেলিপোর্টে বা উহার উপকণ্ঠে অথবা এয়ার রুট বা এয়ারওয়ের সুবিধাদিতে বা ইহার আশেপাশে, লেজার নির্গমনসহ অন্য কোনো আলো প্রদর্শন বা নির্গমন করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, আলো প্রদর্শিত হইবার স্থানের মালিক বা আলোর প্রদর্শনে দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক বা ব্যক্তি বা উভয়কে, প্রদর্শিত আলো নিভাইয়া দিবার বা কার্যকরভাবে আড়াল করিবার পদ্ধতি ও সময়সীমা উল্লেখপূর্বক নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো মালিক বা ব্যক্তি, উপ-বিধি (২) এর অধীনে জারীকৃত নোটিশের নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, চেয়ারম্যান, আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৩৪। **বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টে এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে বন্যপ্রাণী নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কোনো ব্যক্তি, কোনো বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের অভ্যন্তরে বা পার্শ্ববর্তী স্থানে, বন্যপ্রাণী আকর্ষিত হয় এইরূপ সুবিধাদির স্থাপন বা ব্যবস্থা বা উপযুক্ত স্থানীয় সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত নিরাপদ স্থান ব্যতীত, অন্য কোনো স্থানে কোনো প্রাণী জবাই বা চামড়া ছাড়ানোর কাজ বা হোটেল, মাংসের দোকান, মাছের দোকান ইত্যাদির বর্জ্যসহ অন্যান্য আবর্জনা, নোংরা, বর্জ্য বা অন্য কোনো দূষিত বা অস্বস্তিকর বস্তু, যাহা পাখি এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীকে আকৃষ্ট করে বা করিতে পারে, তাহা ফেলিয়া স্তূপীকৃত করিবেন না।

(২) বন্যপ্রাণীর আবাস ব্যবস্থাপনা এবং সক্রিয় বন্যপ্রাণী প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিমান পরিচালনার ঝুঁকি কমানো সম্ভবপর না হইলে বিমানের প্রতি তাৎক্ষণিক হুমকি লাঘব বা প্রশমিত করিবার লক্ষ্যে, কর্তৃপক্ষ, বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের চলাচল এলাকাকে চিল, শকুনসহ অন্যান্য পাখি, দলচ্যুত কুকুর বা অন্যান্য বন্যপ্রাণী হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিমান ও যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ষোড়শ অধ্যায়

এ্যারোনটিক্যাল তথ্য সেবা [Aeronautical Information Services (AIS)]

১৩৫। **এ্যারোনটিক্যাল তথ্য সেবা প্রদানের দায়িত্ব।**—(১) কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২৮ এর অধীন আরোপিত বাধ্যবাধকতা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে, কনভেনশনের পরিশিষ্ট ১৫ মোতাবেক বাংলাদেশে এ্যারোনটিক্যাল তথ্য সেবা সংস্থানের দায়িত্ব চেয়ারম্যানের উপর বর্তাইবে।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো সংস্থা এ্যারোনটিক্যাল তথ্য সেবা প্রদান করিবেন না।

(৩) চেয়ারম্যান উপ-বিধি (২) এর অধীনে উল্লিখিত অনুমোদনের প্রক্রিয়া এবং খাত নির্ধারণ করিবেন।

১৩৬। **এ্যারোনটিক্যাল তথ্য সেবা সংস্থানের এখতিয়ার।**—এ্যারোনটিক্যাল তথ্য সেবা প্রদানের আওতাধীন এলাকা হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের সমগ্র ভূখণ্ড, এবং

(খ) দূরবর্তী সমুদ্র অঞ্চলের সেই অংশসমূহ যেখানে আঞ্চলিক বিমান পরিচালনা চুক্তি অনুযায়ী, এয়ার ট্রাফিক সার্ভিসের Air Traffic Service (ATS) প্রদানের দায়িত্ব বাংলাদেশকে অর্পণ করা হইয়াছে।

১৩৭। **চেয়ারম্যানের কর্তৃক বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্য এবং উপাত্ত।**—যেইরূপেই প্রদান করা হউক না কেন, চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্য এবং উপাত্ত তাহার কর্তৃত্বাধীনে প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

১৩৮। **বিমান চালনা সংক্রান্ত উপাত্তের গুণগতমান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা।**—এ্যারোনটিক্যাল তথ্য সেবার সংস্থানের ক্ষেত্রে, গুণগতমান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিমান চালনা সংক্রান্ত ডাটা সময়মত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, একীভূত, বিনিময় এবং বিতরণ নিশ্চিত করিবার জন্য গুণগতমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও বজায় রাখিতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

পরিবেশ সংরক্ষণ (Environmental Protection)

১৩৯। **নয়েজ সার্টিফিকেটের বাধ্যবাধকতা।**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত বা বৈধতাপ্রাপ্ত নয়েজ সার্টিফিকেট ব্যতীত বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমান আন্তর্জাতিক এয়ার নেভিগেশনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নয়েজ সার্টিফিকেট এর বিষয়ে কনভেনশনের পরিশিষ্ট ১৬ দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত শ্রেণির বিমানের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৪০। **নয়েজ সার্টিফিকেট।**—(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমানের মালিক অথবা অপারেটর নয়েজ সার্টিফিকেট জারি অথবা নবায়ন অথবা পরিবর্তনের জন্য অথবা চুক্তিভুক্ত কোনো দেশ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত নয়েজ সার্টিফিকেটের বৈধতার স্বীকৃতির জন্য এএনও দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত পূরণসাপেক্ষে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নির্ধারিত শর্ত পূরণ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি নয়েজ সার্টিফিকেট জারি অথবা উহার নবায়ন অথবা পরিবর্তন অথবা চুক্তিভুক্ত অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক জারীকৃত নয়েজ সার্টিফিকেটের বৈধতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) নয়েজ সার্টিফিকেটে বিমান সংক্রান্ত নির্ধারিত তথ্যাদির উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৪১। **নয়েজ সার্টিফিকেট প্রত্যাহার।**—(১) চেয়ারম্যান যদি মনে করেন যে, বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমান নয়েজ সার্টিফিকেট সংক্রান্ত নির্ধারিত শর্ত প্রতিপালন করিতেছে না, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিমানের নয়েজ সার্টিফিকেট তাহার বিবেচনা অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি চেয়ারম্যান এই মর্মে অবগত হন যে, বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো বিমান কনভেনশনে বর্ণিত ন্যূনতম শব্দ মান অনুসরণ করিতেছে না, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিমানের নয়েজ সার্টিফিকেট স্থগিত বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনর্মূল্যায়ন দ্বারা ইহা নিশ্চিত হউন যে, উক্ত বিমানসমূহ এই বিধিতে বর্ণিত নয়েজ সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করিবেন না বা নূতন কোনো নয়েজ সার্টিফিকেট জারি করিবেন না।

১৪২। **বিমানঘাঁটিতে বা বিমানবন্দরে বিমানের কারণে সৃষ্ট শব্দ এবং কম্পনের মাত্রা নির্ধারণ।**—যেই সকল বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে বিমান তৈরি, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সেই সকল বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে, রাষ্ট্রীয় বিমানসহ, সকল বিমান হইতে নির্গত শব্দ ও কম্পনের মাত্রা চেয়ারম্যান নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৪৩। **বিদেশি বিমানের ক্ষেত্রে এই বিধির প্রয়োগ।**—যেকোনো বিদেশি রাষ্ট্রে নিবন্ধিত বিমান, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বা তাহার উপর দিয়া উড্ডয়নের সময়, কনভেনশনের পরিশিষ্ট ১৬ তে নির্ধারিত ন্যূনতম শব্দ মাত্রা মানিয়া চলিবে।

১৪৪। **আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা।**—চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৪৫। **ভেরিফিকেশন প্রতিষ্ঠানের (Verification Body) এ্যাক্রেডিটেশন।**—কনভেনশনের পরিশিষ্ট ১৬ তে উল্লিখিত মানদণ্ড প্রতিপালন পূর্বক বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বিমান সংস্থাসমূহের কার্বন নিঃসরণ যাচাইকরণের সহিত জড়িত প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা (Civil Aviation Security)

১৪৬। **বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য।**—বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচলের বিরুদ্ধে সংঘটিত অবৈধ হস্তক্ষেপ হইতে সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার মাধ্যমে যাত্রী, ক্রু, গ্রাউন্ডে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এতৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিয়েশন নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা।

১৪৭। বেসামরিক বিমান চলাচলকে বেআইনি হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপত্তা প্রদান করিবার ক্ষেত্রে কার্যাবলি।—(১) কর্তৃপক্ষ ফ্লাইটের সুরক্ষা, ধারাবাহিকতা এবং সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বিধি-বিধান, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে বেআইনি হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপত্তা প্রদান করিবার জন্য দায়বদ্ধ থাকিবে।

(২) চেয়ারম্যান, আইসিও কর্তৃক জারীকৃত এবং, সময় সময়, সংশোধিত কনভেনশনের পরিশিষ্ট-১৭, পরিশিষ্ট-৯ এর বিধান এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য পরিশিষ্টের বিধানাবলি মানিয়া চলিবে এবং উক্ত বিধানাবলি জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা প্রোগ্রাম (এনসিএএসপি) তে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বিমান চলাচলকে বেআইনি হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপত্তা প্রদান করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা:—

- (ক) বেআইনি হস্তক্ষেপ বা বেআইনি হস্তক্ষেপের অনুরূপ প্রভাব রহিয়াছে এমন যেকোনো এভিয়েশন নিরাপত্তা বিষয়সমূহ হইতে বেসামরিক বিমান চলাচলকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বেসামরিক বিমান চলাচলের সহিত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সকল সংস্থার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করিবেন;
- (খ) বেআইনি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বেসামরিক বিমান চলাচলের কার্যক্রম সুরক্ষিত করিবার জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থার সহিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে একটি এনসিএএসপি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও হালনাগাদ করিবেন এবং, সময় সময়, সরকারকে অবহিত করিবেন;
- (গ) এনসিএএসপি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগ, এজেন্সি, সংস্থা, বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট, এয়ারক্রাফট অপারেটর, এয়ার ট্রাফিক সেবা প্রদানকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা অথবা এনসিএএসপি এর বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের কার্যাবলি নির্ধারণ, বন্টন এবং সমন্বয় করিবেন;
- (ঘ) সকল বেসামরিক বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট একটি বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট নিরাপত্তা প্রোগ্রাম (এএসপি বা এইচএসপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন;
- (ঙ) প্রত্যেক বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট একটি বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট এ নিরাপত্তা কমিটি গঠন করিবেন এবং উক্ত কমিটি বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট নিরাপত্তা প্রোগ্রামে যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সেইভাবে নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ ও পদ্ধতি বাস্তবায়নে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট অপারেটরকে সহায়তা করিবেন;
- (চ) বেআইনি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বেসামরিক বিমান চলাচলকে রক্ষার করিবার জন্য ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া বিমান চলাচলের নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি এবং অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ মানবসম্পদের সার্বিক মোতায়েনের পরিকল্পনা করিবেন;

- (ছ) প্রত্যেক বাণিজ্যিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট অপারেটর একটি এয়ারক্রাফট অপারেটর নিরাপত্তা প্রোগ্রাম (এওএসপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে এবং উক্ত এওএসপি এর মধ্যে যাত্রী, ব্যাগেজ, কার্গো, কুরিয়ার, এক্সপ্রেস, পার্সেল, মেইল, এয়ারক্রাফট ক্যাটারিং, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমসহ এভিয়েশন নিরাপত্তার অন্যান্য সকল বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং এনসিএসপি এর শর্তসমূহ প্রতিপালন করিবে;
- (জ) ক্যাটারিং সংস্থাগুলির নিরাপত্তা প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত, কোনো এয়ারক্রাফট অপারেটর বিমানে পরিবহনের জন্য উক্ত ক্যাটারিং সংস্থাগুলির নিকট হইতে কোনো ক্যাটারিং সরবরাহ এবং মজুত গ্রহণ করিবেন না, তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (ঝ) বাংলাদেশে ও বাংলাদেশ হইতে পরিষেবা প্রদানকারী বিদেশি বাণিজ্যিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট অপারেটররা এনসিএসপি এর শর্তসমূহ পূরণ করিবে এবং লিখিত সম্পূরক স্টেশন পদ্ধতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং হালনাগাদ নিশ্চিত করিবেন;
- (ঞ) কোনো দেশি বা বিদেশি এয়ারক্রাফট অপারেটর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা প্রোগ্রামের অনুমোদন ব্যতীত দেশের কোনো বিমানবন্দরে কার্যক্রম শুরু করিবে না, তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (ট) এভিয়েশন নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্তাবলির পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে নন-শিডিউল ফ্লাইটসমূহের জন্য এএনও, আদেশ বা নির্দেশনা জারি করিবেন;
- (ঠ) দেশীয় এয়ার অপারেটরের বিদেশি স্টেশনের জন্য প্রযোজ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত, বিদেশি বিমান স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উক্ত স্টেশন কর্তৃক প্রদেয় সুবিধাদির কমপ্লিয়েন্স কর্তৃপক্ষের জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা পরিদর্শকদের দ্বারা জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা প্রোগ্রাম (এনসিএসপি) অথবা এএনও এর নিরাপত্তা বিধান অনুযায়ী যাচাই করা হইবে, তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (ড) নিরূপিত অপারেশনাল প্রয়োজন ও ফাংশনাল উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিমানবন্দরে নিরাপত্তা পরিষেবা নিশ্চিত করিবেন এবং বিমানবন্দরে এভিয়েশন নিরাপত্তা সেবার জন্য জনবল, যানবাহন, অফিস স্থান, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম, উপযুক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামসহ সহায়ক সংস্থান ও সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবেন অথবা এ সংক্রান্ত যথাযথ শর্ত আরোপ করিবেন;
- (ঢ) যেকোনো বিমানবন্দরে নূতন সুবিধার নকশা ও নির্মাণ এবং বিদ্যমান সুবিধাদির যেকোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, এভিয়েশন নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য স্থাপত্য ও অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহিত একীভূত করিবেন;

- (গ) এনসিএএসপি এর বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা দায়বদ্ধ সকল জনবলের জন্য একটি জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ নীতিমালা বা প্রোগ্রাম (এনসিএএসটিপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন;
- (ত) কর্তৃপক্ষের প্রযোজ্য আইনসহ এনসিএএসপি বা এনসিএএসটিপি এর প্রযোজ্য রেগুলেটরি শর্তাবলি মানিয়া প্রশিক্ষণ প্রদান হইতেছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে এভিয়েশন সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ সংস্থা (এএসটিও) এর অনুমোদন প্রদান করিবেন;
- (থ) বিমানবন্দর, এয়ারক্রাফট অপারেটর এবং এনসিএএসপি এর বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট বা দায়বদ্ধ অন্যান্য সংস্থাগুলি এনসিএএসটিপি তে বর্ণিত সার্টিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও নিরাপত্তা সচেতনতা প্রশিক্ষণসহ সকল এভিয়েশন নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে, তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (দ) নিরাপত্তা অডিট, টেস্ট, পরিদর্শন পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণ এনকিউসিপি এবং এনসিএসটিপি অনুযায়ী এই কার্যক্রমগুলির জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড প্রশিক্ষিত তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (ধ) নিয়মিত এনসিএএসপি এর কার্যকারিতা ও কমপ্লায়েন্স নির্ধারণ করিবার জন্য একটি জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা মান নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম (এনকিউসিপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন;
- (ন) ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে তদারকি কার্যক্রমের অগ্রাধিকার ও ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারণ করিবেন এবং যেকোনো ত্রুটির দ্রুত ও কার্যকর সংশোধনী প্রদানের জন্য নিরাপত্তা অডিট, পরিদর্শন এবং টেস্টসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন;
- (প) চেয়ারম্যান যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা পরিদর্শকদের অনুমোদিত টেস্ট সামগ্রী (Test Pieces) বহনসহ উক্ত অডিট, পরিদর্শন এবং টেস্ট পরিচালনার জন্য সেইরূপ অনুমতি ও ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং আইন এর প্রযোজ্য ধারা এবং এই বিধি এবং প্রাসঙ্গিক এএনও এর এনফোর্সমেন্ট টুলস প্রয়োগ করিবেন;
- (ফ) দফা (প) তে উল্লিখিত অনুমতি ও ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—
- (১) বাংলাদেশের যেকোনো বিমানবন্দরের যেকোনো অংশে অথবা উক্ত বিমানবন্দরের আওতাভুক্ত যেকোনো স্থান, স্থাপনা বা ভবনে অথবা বিমানবন্দরের বাহিরে বা বিমানবন্দর সংযুক্ত বা এয়ারক্রাফট অপারেটর বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ অন্যান্য সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ব্যবহৃত এমন কোনো স্থানে প্রবেশ ও পরিদর্শন;

- (২) বাংলাদেশে পরিচালিত যেকোনো বিমানে নিরাপত্তা কার্যক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে উক্ত বিমানে প্রবেশ ও পরিদর্শন;
 - (৩) নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা স্ক্রিনিং যন্ত্রপাতির কর্মদক্ষতা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা;
 - (৪) যেকোনো অডিট, পরিদর্শন, টেস্ট বা তদন্ত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করার জন্য এয়ারক্রাফট অপারেটর, বিমানবন্দর অপারেটর, এভিয়েশন নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থা অথবা বিমানবন্দরের বাইরে অবস্থিত বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনাকারী ভূমি ব্যবহারকারীকে নির্দেশ প্রদান করা;
 - (৫) সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংক্রান্ত দলিলপত্র ও রেকর্ডসমূহে প্রবেশাধিকার গ্রহণ করা;
 - (৬) নিরাপত্তা মানদণ্ড বা নিরাপত্তা পদ্ধতিগুলোর বাস্তবায়ন মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে যেকোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা;
 - (৭) বিমানবন্দর, এয়ারসাইড এলাকা অথবা যেকোনো নিরাপত্তা সংরক্ষিত এলাকায় দায়িত্ব পালনের রেডিও, ক্যামেরা, রেকর্ডিং ডিভাইস (অডিও এবং ভিডিও উভয়ই) এবং বিশেষভাবে অনুমোদিত নিষিদ্ধ বস্তু, যেমন: নকল অস্ত্র বা কৃত্রিম বিস্ফোরক দ্রব্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবহার ও বহন করা;
 - (৮) প্রয়োজন অনুযায়ী ঘাটতি সংক্রান্ত নোটিশ (Notice of Deficiencies) জারি অথবা সুপারিশ প্রদান করা;
 - (৯) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, যাহার মধ্যে চিহ্নিত যেকোনো ঘাটতির তাৎক্ষণিক প্রতিকার নিশ্চিত করা অথবা প্রয়োজনে এনফোর্সমেন্ট কার্যপ্রণালি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
 - (১০) এএনও, এনসিএসপি এবং বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল প্রযোজ্য শর্তাবলির প্রয়োগ (Enforcement) করা;
- (ব) কোনো ব্যক্তি দফা (ন) এর অধীন কাজগুলি সম্পাদন করিবার জন্য জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা পরিদর্শকদের বাধা প্রদান অথবা প্রবেশাধিকার সীমিত করিতে পারিবেন না তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (ভ) বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য হমকির মাত্রা ও ধরনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সীমানা এবং আকাশ সীমার মধ্যে নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন করিবেন এবং সেই অনুযায়ী এনসিএসপি এর সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলিকে সামঞ্জস্য করিবার জন্য কার্যপ্রণালি প্রণয়ন করিবেন;

- (ম) বাংলাদেশের ভূখণ্ড ও আকাশসীমার মধ্যে বিমান চলাচলের জন্য হমকির মাত্রা ও ধরন ক্রমাগত পর্যালোচনার অধীন থাকিবে এবং তাহা নিশ্চিত করিতে সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং জাতীয় ও বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট উভয় পর্যায়ে হমকি মূল্যায়নসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সহিত সমন্বয় করিবেন;
- (য) বিমানবন্দর অপারেটর, এয়ার অপারেটর, এয়ার ট্রাফিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তব ও সময়োপযোগী কার্যপ্রণালি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করিবেন এবং উক্ত সংস্থাসমূহকে তাহাদের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কার্যকর নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করিতে সহায়তা করিবেন;
- (র) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একটি দ্রুত সাড়াপ্রদানকারী দল (Quick Response Team-QRT) ও একটি বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট (Bomb Disposal Unit-BDU) প্রতিষ্ঠাসহ বেসামরিক বিমান চলাচলের যেকোনো বাড়তি নিরাপত্তা হমকির জন্য দ্রুত সাড়া প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করিবেন এবং কন্টিজেন্সি পরিকল্পনাসমূহ তৈরি এবং উহার নিয়মিত পরীক্ষণ নিশ্চিত করিবেন;
- (ল) চেয়ারম্যান উক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক (MoU) এর মাধ্যমে দ্রুত সাড়া প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং
- (শ) এনসিএএসপি এর কার্যকর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করিতে জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা মান নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের ফলাফল সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করিবেন, যাহাতে কমপ্লায়েন্স বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের কারণ ও ধরন চিহ্নিতকরণ এবং সংশোধন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব যাচাইকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

১৪৮। **জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কমিটি (এনসিএএসসি)——(১)** সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এজেন্সি ও অন্যান্য সংস্থা, বিমানবন্দর বা এয়ার অপারেটর, এয়ার ট্রাফিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা (এটিএসটি) এবং এনসিএএসপি এর বিভিন্ন বিষয়াদি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট এবং দায়বদ্ধ অন্যান্য সংস্থাসমূহের মধ্যে নিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হইবে।

(২) বিমানবন্দরে এভিয়েশন নিরাপত্তা কার্যক্রমের জন্য নিয়োজিত যেকোনো সরকারি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃপক্ষের এবং সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরের সরাসরি অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন, তাহা এনসিএএসসি নিশ্চিত করিবেন।

১৪৯। এভিয়েশন সিকিউরিটি কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।—(১) কর্তৃপক্ষ এনসিএসপি তে উল্লিখিত বেসামরিক বিমান চলাচলে নিযুক্ত বিমানের অভ্যন্তরে এবং বিমানবন্দর এলাকায় বেআইনি হস্তক্ষেপ সংগঠনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ অস্ত্র, বিস্ফোরক অথবা অন্য কোনো বিপজ্জনক ডিভাইস, বস্তু বা পদার্থসমূহ এবং যাহা বহন অথবা ধারণের অনুমতি নাই তাহা প্রতিরোধে এই বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) এভিয়েশন নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হইবে এবং জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা প্রোগ্রাম (এনসিএসপি) এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত আদেশ ও নির্দেশনা তে যেইরূপে নির্দিষ্ট ও উল্লিখিত রহিয়াছে সেইরূপেই পরিচালিত হইবে।

(৩) এভিয়েশন নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

- (ক) প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ;
- (খ) যাত্রী ব্যতীত ব্যক্তিবর্গ ও বহনকৃত মালামাল স্ক্রিনিং;
- (গ) যানবাহন স্ক্রিনিং;
- (ঘ) মানব নজরদারি;
- (ঙ) টহল ও অন্যান্য অবকাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ;
- (চ) এয়ারক্রাফট নিরাপত্তা;
- (ছ) যাত্রী ও কেবিন ব্যাগেজের স্ক্রিনিং;
- (জ) যাত্রী ও কেবিন ব্যাগেজের সুরক্ষা;
- (ঝ) হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্রিনিং;
- (ঞ) হোল্ড ব্যাগেজের সুরক্ষা;
- (ট) ব্যক্তি ও ব্যাগেজ সমন্বয় এবং অনুমোদন;
- (ঠ) ট্রানজিট ও ট্রান্সফার হোল্ড ব্যাগেজের সুরক্ষা ও স্ক্রিনিং;
- (ড) কার্গো ও মেইলের জন্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণসমূহ;
- (ঢ) কার্গো ও মেইলের সুরক্ষা;
- (ণ) ইন-ফ্লাইট সাপ্লাই এর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ;
- (ত) এয়ারপোর্ট সাপ্লাই এর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ;
- (থ) ইন-ফ্লাইট নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
- (দ) ল্যান্ডসাইড নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
- (ধ) এয়ারসাইড নিরাপত্তা ব্যবস্থা;

- (ন) নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত এলাকা (এসআরএ) এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
- (প) বিশেষ শ্রেণির যাত্রী ও ব্যাগেজ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
- (ফ) সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা; এবং
- (ব) আইসিএও কর্তৃক জারীকৃত পরিশিষ্টসমূহে, সময় সময়, গৃহীত এভিয়েশন নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলী।

১৫০। **আইন, বিধি ও এএনও এর বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট (Enforcement) প্রক্রিয়া।**—(১) এভিয়েশন নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স বহির্ভূত কর্মকান্ড এবং আইন, বিধি ও এএনও এর বিধান লঙ্ঘন রোধে চেয়ারম্যান একটি এনফোর্সমেন্ট কার্যপ্রণালি তৈরি করিবেন।

(২) বিভিন্ন স্তর ও মাত্রার এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেমন চুক্তি অথবা নিরাপত্তা সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অনুমোদন স্থগিত, প্রশাসনিক জরিমানা অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উক্ত ব্যবস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী আরোপযোগ্য হইবে।

১৫১। **ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই কার্যক্রম।**—(১) চেয়ারম্যান অপরাধমূলক ইতিহাসসহ কোনো ব্যক্তির পরিচয় ও পূর্ববর্তী কার্যকলাপ নিশ্চিত করিতে ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাইয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে কাজ করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই কার্যক্রম নিম্নরূপভাবে পরিচালনা করিবেন, যথা:—

- (ক) সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাসমূহ বিমানবন্দরে কর্মরত ব্যক্তির ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা অপরাধমূলক রেকর্ড এনসিএসপিতে যেরূপভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ যাচাই করিতেছে, উহা নিশ্চিত করিবেন;
- (খ) নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নকারী ব্যক্তির, নিরাপত্তা সংরক্ষিত এলাকাতে সহচর ব্যক্তি প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির এবং এভিয়েশন নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্যে বিচরণকৃত ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণের অথবা উক্ত এলাকায় অথবা তথ্যে প্রবেশাধিকারের পূর্বে উক্তরূপে ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতকরণ;
- (গ) উক্ত ব্যক্তিকে এনসিএসপিতে যেরূপভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনঃব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই সম্পন্ন করিবেন; এবং
- (ঘ) যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দ্বারা যাচাইকৃত অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা সংরক্ষিত এলাকাতে সহচর ব্যক্তি প্রবেশাধিকার এবং এভিয়েশন নিরাপত্তা সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্যে বিচরণের ক্ষমতা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

১৫২। **ব্যক্তির পরিচয় যাচাই, গ্রেপ্তার ও আটক।**—(১) কর্তৃপক্ষ অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির পরিচয় যাচাই, গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিমানবন্দরে আগত ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই করিতে পারিবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে ল্যান্ডসাইড ও এয়ারসাইডের যেকোনো স্থানে কোনো ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে আয়ত্তে রাখিতে পারিবেন।

(২) বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসহ উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশের নিকট হস্তান্তরের পরে পুলিশ উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনানুযায়ী গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।

১৫৩। **বিমানবন্দরের সন্নিকটে আগ্নেয়াস্ত্র বহন।**—(১) চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বিমানবন্দরের এয়ারসাইড, এসআরএ (Security Restricted Area) এবং নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অস্ত্র, বিস্ফোরক পদার্থ, আগ্নেয়াস্ত্র বা উহার ডিভাইস বহন, স্থানান্তর অথবা সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) চেয়ারম্যান বিমানবন্দরে দায়িত্বরত নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে এয়ারসাইড, এসআরএ এবং নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নিজ অধিকারে থাকা অস্ত্র অথবা আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:—

- (ক) হুমকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিযুক্ত কোনো আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা বা সামরিক কর্মকর্তা;
- (খ) এভিয়েশন নিরাপত্তায় নিযুক্ত কোনো নিরাপত্তা কর্মকর্তা;
- (গ) এয়ার অপারেটর কর্তৃক বহন করিবার জন্য গৃহীত অথবা এয়ারক্রাফট হতে অপসারিত এইরূপ অস্ত্র বহনের জন্য এয়ার অপারেটর বা বিমানবন্দর অপারেটরের অনুমোদিত কোনো প্রতিনিধি;
- (ঘ) বিমানবন্দরে বন্যপ্রাণী অথবা অন্য প্রাণী নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (ঙ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি বিমানবন্দরে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হইবেন, যথা:—
 - (অ) গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য ভিআইপি অথবা সম্মানজনক ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন; এবং
 - (আ) বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন।

(৩) কোনো ব্যক্তিকে এয়ারসাইড, এসআরএ (Security Restricted Area) ও নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অননুমোদিত অস্ত্র, বিস্ফোরক অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বা উহার ডিভাইস বহনরত অবস্থায় পাওয়া গেলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

১৫৪। **বিমানের অভ্যন্তরে অথবা বিমানে আগ্নেয়াস্ত্র বহন।**—(১) সরকারের অনুমতি ব্যতীত, কোনো বিমান দেশি বা বিদেশি যাহাই হউক না কেন, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে অথবা সীমানার নিকটে যুদ্ধের অস্ত্র অথবা গোলাবারুদ বহন করিতে পারিবে না।

(২) এয়ার অপারেটরের সম্মতিপূর্বক, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও এতৎসংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক বিমানের অভ্যন্তরে অস্ত্রসহ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা প্রোগ্রামে (এনসিএএসপি) উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট ও উল্লিখিত প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

(৩) এয়ার অপারেটরের সম্মতিপূর্বক, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আইনগত ও প্রশাসনিক অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত বিধান অনুযায়ী বিমান এর হোল্ডে অস্ত্র বহনপূর্বক ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাহাদের অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক অথবা অন্য কোনো বিপজ্জনক ডিভাইস, বস্তু বা উপাদান বিমানে উঠাইবার পূর্বে বিমানবন্দরের নির্দিষ্টকৃত স্থানে বিমানবন্দর অথবা এয়ার অপারেটরের নিকট ঘোষণা প্রদান করিবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি বিমানবন্দরের নির্দিষ্টকৃত স্থানে তাহার অধীন অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক অথবা অন্য কোনো বিপজ্জনক ডিভাইস, বস্তু বা উপাদান ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিমানে উঠিবার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হইবে এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে হস্তান্তর করা হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষিত রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) সরকার ইন-ফ্লাইট নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোতায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং উহাদের মোতায়ন উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হুমকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হইয়াছে তাহাসহ বিমানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দিকসমূহ বিবেচনায় লইয়া চেয়ারম্যান নিশ্চিত করিবেন যে,—

- (ক) অনুমোদিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা [In-Flight Security Officer (IFSO)] বিশেষভাবে নির্বাচিত এবং প্রশিক্ষিত সরকারি কর্মচারী হইবেন;
- (খ) নিরাপত্তা কর্মকর্তা [In-Flight Security Officer (IFSO)] মোতায়নের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত সমন্বয়পূর্বক করা হইয়াছে;
- (গ) নিরাপত্তা কর্মকর্তা [In-Flight Security Officer (IFSO)] মোতায়নের বিষয়ে কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হইয়াছে; এবং
- (ঘ) পাইলট-ইন-কমান্ডকে নিরাপত্তা কর্মকর্তা [In-Flight Security Officer (IFSO)] এর সংখ্যা এবং তাহাদের আসনের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে।

(৮) ইন-ফ্লাইট নিরাপত্তা কর্মকর্তাসহ সশস্ত্র ব্যক্তিদের, অনুরোধকারী রাষ্ট্রের বিমানে ভ্রমণের অনুমতি প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান উক্ত রাষ্ট্রের অনুরোধ বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রের মধ্যকার চুক্তি এবং সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতেই উক্তরূপ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৯) যেকোনো ব্যক্তি অথবা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে, চেয়ারম্যানের যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন কার্যক্রমে নিযুক্ত যেকোনো বিমানের কেবিনে অনুমোদিত অস্ত্র বহন করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে।

১৫৫। **ল্যান্ডসাইড সংক্রান্ত ব্যবস্থা।**—চেয়ারম্যান ল্যান্ডসাইড সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা:—

- (ক) বেসামরিক বিমান চলাচলে সেবা প্রদানকারী প্রতিটি বিমানবন্দর বিমানবন্দরের ল্যান্ডসাইড চিহ্নিত করিয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরের বিমানবন্দর নিরাপত্তা প্রোগ্রামে (এএসপি) উহার প্রতিফলন ঘটাইয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিবেন;
- (খ) বিমানবন্দর অপারেটর কর্তৃক সম্পাদিত ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে সম্ভাব্য বেআইনি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনে ল্যান্ডসাইড এলাকার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবেন;
- (গ) জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কমিটি (এনসিএএসসি) এর মাধ্যমে ল্যান্ডসাইড নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সনাক্ত এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে ল্যান্ডসাইড নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয় নিশ্চিত করিবেন;
- (ঘ) বিমানবন্দর অপারেটর, ল্যান্ডসাইড নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ বিমানবন্দর নিরাপত্তা কমিটির (এএসসি) মাধ্যমে সমন্বয় করিবে তাহা নিশ্চিত করিবেন; এবং
- (ঙ) ল্যান্ডসাইডে অথবা নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমূহে সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিমানবন্দর বা এয়ার অপারেটর বা প্রশাসনিক বা অপারেশনাল কার্যক্রমের জন্য নিযুক্ত অন্যান্য সংস্থাসমূহকে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সংস্থাসমূহকে নিয়োগের জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত সংস্থাসমূহ অনুমোদিত এভিয়েশন নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সংস্থা (এএসটিও) হইতে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করিবেন।

১৫৬। **সাইবার হুমকি সংক্রান্ত ব্যবস্থা।**—কর্তৃপক্ষের কার্যাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে চেয়ারম্যান নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা:-

- (ক) সংবেদনশীল এভিয়েশন নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যের সুরক্ষা;
- (খ) জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা প্রোগ্রাম অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জাতীয় নথিপত্রে বর্ণিত অপারেটর অথবা সংস্থাসমূহ তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পদ্ধতি এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য ব্যবহৃত উপাত্ত চিহ্নিত করিবেন এবং বেআইনি হস্তক্ষেপ হইতে সেগুলিকে সুরক্ষিত করিতে ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন;
- (গ) আইটি সিস্টেমে আক্রমণ হইতে অপারেশনাল প্রযুক্তিকে সুরক্ষিত করিতে নেটওয়ার্ক বিভাজন নীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন;

(ঘ) বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সাইবার হুমকি শনাক্ত করিতে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ নীতিমালা এবং কার্যপ্রণালি তৈরি করিবেন; এবং

(ঙ) আনপ্যাচড সিস্টেম (Unpatched System) এর অপব্যবহার এর ঝুঁকি কমাইতে হালনাগাদ অপারেটিং সিস্টেম ও নিরাপত্তা প্যাচ (Security Patches) প্রয়োগ করিবেন।

১৫৭। **অনিয়ন্ত্রিত বা বিশৃঙ্খল যাত্রী ও সাধারণ ব্যক্তি।-** (১) কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টিকারী এমন অনিয়ন্ত্রিত বা বিশৃঙ্খল যাত্রী অথবা যেকোনো ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান এনফোর্সমেন্টের আওতায় আনিতে পারিবেন।

(২) বিমানবন্দর প্রাঙ্গণে অনিয়ন্ত্রিত বা বিশৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন, ইচ্ছাকৃতভাবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধান লংঘন করে এবং বিমানবন্দরের সাধারণ শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত বা বিশৃঙ্খল যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে এনফোর্সমেন্ট টুল প্রয়োগপূর্বক বিমানবন্দর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এয়ার অপারেটর মোকাবেলা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে বিমানবন্দর অথবা এয়ার অপারেটর কর্তৃক পরিস্থিতি অনুযায়ী অনিয়ন্ত্রিত বা বিশৃঙ্খল যাত্রীর বিমানে উঠিবার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

(৪) প্রয়োজনে অনিয়ন্ত্রিত বা বিশৃঙ্খল যাত্রী অথবা সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হইবে এবং তথ্যের রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, উক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট যাত্রী বা ব্যক্তির বিষয়ে এবং গৃহীত আইনগত ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৫) বিচারিক বা প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় ভ্রমণে বাধ্য এইরূপ সম্ভাব্য বিশৃঙ্খল যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বিমান পরিবহন সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রণয়ন করিবেন।

(৬) বাংলাদেশ হইতে সেবা প্রদানকারী অপারেটরগণ, বিচারিক বা প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় ভ্রমণে বাধ্য যাত্রীদের বহনের ক্ষেত্রে, বিমানের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে তাহাদের নিরাপত্তা প্রোগ্রামে কার্যকর ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করিবার বিষয়টি চেয়ারম্যান নিশ্চিত করিবেন।

(৭) নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তার স্বার্থে, কোনো ব্যক্তিকে বিমান হইতে অফলোড করিবার নিমিত্ত চেয়ারম্যানের, রাষ্ট্রীয় অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত বিমানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৫৮। **তথ্যের গোপনীয়তা।-** (১) কারিগরি ব্যবস্থাসমূহ যেমন- এনসিএএসপি, এনসিএএসটিপি, এনসিএএসকিউসিপি, বিমানবন্দর নিরাপত্তা প্রোগ্রাম (এসপি), এয়ারক্রাফট অপারেটর সিকিউরিটি প্রোগ্রাম (এওএসপি) এবং অন্যান্য নিরাপত্তা প্রোগ্রামসমূহের গোপনীয়তা বজায় রাখিতে হইবে এবং উহা প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রোগ্রামসমূহ প্রণয়ন অথবা বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ অথবা সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে গোপনীয়তা বজায় রাখিতে চেয়ারম্যান সচেতন করিবেন এবং তাহারা তদনুযায়ী তথ্য সুরক্ষিত রাখিবেন এবং উক্ত তথ্য কেবল প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় প্রদান করা হইবে।

১৫৯। বেসামরিক বিমান চলাচলে পরিষেবা প্রদানকারী বিমানবন্দরসমূহে এভিয়েশন নিরাপত্তা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থার সংস্থান অধিগ্রহণ।—কনভেনশনের পরিশিষ্ট ১৭ এর প্রাসঙ্গিক মানদণ্ডসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চেয়ারম্যান যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে জারীকৃত এএনও অথবা এনসিএসপি'তে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) নিম্নবর্ণিত যেকোনো এক বা একাধিক কার্যাবলির জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি অথবা বেসরকারি সংস্থা আউটসোর্স করিতে পারিবেন, যথা:—

- (১) প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা;
- (২) যাত্রী এবং ব্যাগেজ স্ক্রিনিং সম্পর্কিত ব্যবস্থা;
- (৩) কর্মচারী এবং তাহাদের বহনকৃত মালামাল স্ক্রিনিং সম্পর্কিত ব্যবস্থা;
- (৪) কার্গো ও মেইল স্ক্রিনিং সংক্রান্ত ব্যবস্থা;
- (৫) বিমানবন্দর সাপ্লাইমূহের স্ক্রিনিং সংক্রান্ত ব্যবস্থা;
- (৬) বিমানবন্দরের এয়ারসাইডে অবস্থিত মূল্যবান স্থাপনা ও সম্পদের সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা;
- (৭) ল্যান্ডসাইড নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা;
- (৮) সাইবার হুমকি সংক্রান্ত ব্যবস্থা;
- (৯) এয়ারক্রাফটের সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা; এবং
- (১০) ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে অপারেশনাল প্রয়োজনীয়তা জোরদারের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো ব্যবস্থা।

(খ) নিরাপত্তা ও সহায়তা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(গ) ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা হালনাগাদ সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরি নথিপত্র অথবা নীতিমালা অথবা কারিগরি আদেশ অথবা কারিগরি স্মারক প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) নিরাপত্তা ও সহায়তা সেবা সংক্রান্ত কোনো কমপ্লায়েন্স বর্হিভূত কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে দফা (ক) তে এ উল্লিখিত যেকোনো কার্যক্রম অথবা হালনাগাদকরণে নিযুক্ত অথবা চুক্তিবদ্ধ যেকোনো ব্যক্তি অথবা সংস্থার বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা পরিষেবা হইতে অব্যাহতিসহ বিধি ১৪৭ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬০। অপারেশনাল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পারমিট।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপারেশনাল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পারমিট জারি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি এমন কোনো এন্টারপ্রাইজ বা সংস্থা পরিচালনা করিতে পারিবেন না যাহার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের যেকোনো বিমানবন্দরে পরিষেবা প্রদান অথবা পণ্য সরবরাহ অথবা এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) অপারেশনাল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পারমিটের জন্য কর্তৃপক্ষ এএনও এর মাধ্যমে মূল্যায়নের মানদণ্ড এবং উপাদানসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত পারমিটের বৈধতা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর হইবে।

উনবিংশ অধ্যায়

আকাশপথে বিপজ্জনক পণ্যের সুরক্ষিত পরিবহন (Safe Transport of Dangerous Goods by Air)

১৬১। বিপদজ্জনক পণ্য বহনের অনুমোদন।—(১) কোনো অপারেটর নিজে বা তাহার কোনো কর্মচারী বা এজেন্টের মাধ্যমে কার্গো হিসাবে বিপদজ্জনক পণ্য বহনে নিযুক্ত হইবে না যদি না সংশ্লিষ্ট অপারেটর বিপজ্জনক পণ্য বহন বিষয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত না হয়।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে উল্লিখিত অনুমোদন প্রদানের প্রক্রিয়া এএনও দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬২। অননুমোদিত বিপদজ্জনক পণ্যের হেফাজত।—যেখানে চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে যে, এই বিধির অথবা আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলির বিধানাবলি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিপজ্জনক পণ্যসমূহকে, উক্ত পণ্যের প্রকৃতি বিষয়ে বিশদ পরীক্ষা মূলতুবি থাকিলে কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত মূলতুবি থাকিলে, উহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, তাহার নিজের হেফাজতে বা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির হেফাজতে রাখিতে পারিবেন।

১৬৩। নিষিদ্ধ পণ্য বহনে নিষেধাজ্ঞা।—কোনো অপারেটর বা ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত দ্রব্য, পদার্থ বা প্রাণী নিজে বিমানে বহন করিবেন না বা অন্য কাউকে দিয়া বহন করাইবেন না, যথা:—

(ক) যেকোনো পরিস্থিতিতে, আকাশপথে পরিবহনের জন্য নিষিদ্ধ হিসাবে আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলিতে নাম উল্লেখপূর্বক কিংবা জাতিবাচক (Generic) বর্ণনা দ্বারা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত দ্রব্য ও পদার্থসমূহ; এবং

(খ) সংক্রমিত জীবিত প্রাণী।

১৬৪। **কতিপয় বিপজ্জনক পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।**—আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলির বিধান নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রযোজ্য হবে না, যথা:—

- (ক) যেইসকল দ্রব্য ও পদার্থসমূহ বিপদজনক পণ্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা, অথচ প্রাসঙ্গিক এয়ারওর্ডিনেসের প্রয়োজনে ও অপারেটিং প্রবিধান [Standard Operating Procedure (SOP)] অনুসারে, কিংবা আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলি নির্ধারিত বিশেষ উদ্দেশ্যে বিমানে ওঠাইবার দরকার হয়;
- (খ) দফা (ক) এ বর্ণিত দ্রব্য বা পদার্থসমূহের বিকল্প হিসাবে অন্য কোনো দ্রব্য ও পদার্থ এবং আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলি অনুসরণ করিয়া যদি পরিবহন করা হয়; এবং
- (গ) আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলির বিধান অনুসারে, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ও পদার্থ ক্রু-সদস্য এবং যাত্রীদের জন্য বহন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে উক্ত ক্রু-সদস্য বা যাত্রী উক্ত পরিমাণ বহন করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইবে।

১৬৫। **অব্যাহতি।**—(১) যেইক্ষেত্রে আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলিতে বিশেষ বিধান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, উক্ত বিশেষ বিধান আমলে লইয়া, বিপজ্জনক পণ্য পরিবহনের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পরিস্থিতিতে পরিবহনের সুরক্ষা সামগ্রিক স্তর আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলিতে প্রদত্ত সুরক্ষা স্তরের সমতুল্য হইতে হইবে, যথা:-

- (ক) চূড়ান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে; অথবা
- (খ) অন্যান্য ধরনের পরিবহন অনুপযুক্ত হইলে; অথবা
- (গ) যখন বিহিত বাধ্যবাধকতার পূর্ণ প্রতিপালন জনস্বার্থের পরিপন্থি হয়, তখন চেয়ারম্যান নির্দেশাবলির বিধানসমূহ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত পরিস্থিতিতে পরিবহনে নিরাপত্তার সামগ্রিক স্তর অর্জনের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা এইরূপ করিতে হইবে যেন তাহা আইসিএও এর কারিগরি নির্দেশাবলীতে প্রদত্ত সুরক্ষা স্তরের সমতুল্য হয়।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান একটি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবেন।

(৩) ওভারফ্লাইট রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ, অব্যাহতি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কোনো মানদণ্ড প্রাসঙ্গিক না হয়, তাহা হইলে কেবল এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন যে, সংশ্লিষ্ট বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্তরের নিরাপত্তা অর্জিত হইয়াছে।

১৬৬। **বিপজ্জনক পণ্য পরিবহনে বাধ্যবাধকতা।**—কার্গো হিসাবে বিপজ্জনক পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত অপারেটরগণ চেয়ারম্যান কর্তৃক এএনও দ্বারা নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলিবে।

বিংশ অধ্যায়

সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা (Safety Management)

১৬৭। **রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কর্মসূচি (State Safety Programme) প্রবর্তন।**—(১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সময় সময়, সরকারকে অবহিত করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ নির্বাহী হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের আওতায় প্রযোজ্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা অথবা অপারেটরের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন।

১৬৮। **সুরক্ষা তদারকি ব্যবস্থা।**—চেয়ারম্যান, আইসিএও এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য একটি বিমান চলাচল সংক্রান্ত সুরক্ষা তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করিবেন।

১৬৯। **রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা তদারকির দায়িত্ব।**—চেয়ারম্যান, যেকোনো সেবা প্রদানকারী সংস্থা অথবা অপারেটরের, অপারেশন বিষয়ে সুরক্ষা তদারকির দায়িত্ব বজায় রাখিবেন এবং নিশ্চিত করিবেন যে, এই ধরনের সকল সেবা প্রদানকারী ও অপারেটর আইন, তদধীন প্রণীত বিধি এবং এএনও এর বিধানসমূহ মানিয়া চলিবে।

একবিংশ অধ্যায়

বিবিধ

১৭০। **বিধিমালা লঙ্ঘনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।**—কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১৭১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Civil Aviation Rules, 1984, অতঃপর উক্ত Rules বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Rules এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা অথবা তদধীনে জারীকৃত কোনো আদেশ, এএনও, পরিপত্র, নির্দেশনা বা নোটিশ, অথবা তদধীনে প্রদত্ত কোনো সার্টিফিকেট, লাইসেন্স বা পারমিট, অথবা তদধীনে সম্পাদিত কোনো চুক্তি বা দলিল, এই বিধিমালার অধীন কৃত, প্রদত্ত, গৃহীত, জারীকৃত, বা সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Rules রহিত হয় নাই।

১৭২। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নুরুল হুদা
উপসচিব।